পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 225 Monday, 15 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২৫ সংখ্যা ❋ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১, সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

এক্স-এ সবথেকে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ সবথেকে জনপ্রিয় বিশ্বনেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক্স প্রোফাইলে ১০০ মিলিয়ন ছা।।লো ফলোয়ার। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ফলোয়ার সংখ্যা ২৬.৪ মিলিয়ন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ২৭.৫ মিলিয়ন, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের ১৯.৯ মিলিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭.৪ মিলিয়ন। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের ৬.৩ মিলিয়ন, তার ছেলে তেজস্বী যাদবের ৫.২ মিলিয়ন অনুগামী এবং এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের ২.৯ মিলিয়ন। প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-সহ অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের থেকে অনেক এগিয়ে, যার বর্তমানে ৩৮.১ মিলিয়ন অনুসারী।

‘২২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন’, নাম বলে দিলেন অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ ২২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন’, ভরা মঞ্চ থেকে একজনের নাম বলে দিলেন অর্জুন দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ একবার বিজেপি গেলেন, তার পরে তৃণমূলে। আর লোকসভা ভোটের পূর্বে টিকিট না পেয়ে ফের বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন অর্জুন সিং। তবে ব্যারাকপুরে এবার আর জিততে পারেন নি। তৃণমূলের পার্থ ভৌমিকের কাছে পরাজিত হন তিনি। এবার সেই অর্জুন মুখ খুললেন ভোটের প্রহসন নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, ঠিক ভাবে নির্বাচন হলে বিজেপি অধিক আসনে জয়লাভ করত। রবিবার ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসে রাজ্যের পদ্ম-শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তাপস রায়, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং সহ প্রমুখ। এর পাশাপাশি বিক্ষোভ সভাতে উপস্থিত ছিলেন অসীম সরকার,কৌস্তভ বাগচী,অশোক দিন্দারা। একই সঙ্গে প্রতিবাদ মঞ্চে নিয়ে আসা হয় ভোট পরবর্তী আক্রান্তদের পরিবারকে। এ দিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্জুন জানান, বাংলায় তৃণমূলকে আপনি লেখা পড়া শেখাবেন? এরা পড়াশোনা জানে না। এরা চোর, ডাকাত। মহিলাকে ধর্ষণ করে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলছেন না। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা বলেন, রাজ্যপালকে ফাঁসানোর জন্য শ্লীলতাহানির কেস করা হচ্ছে। দু’জন আইপিএস-এর নাম দিল্লি থেকে চাওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তাঁরা গ্রেফতার হয়নি। এরপরই লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মুখ খোলেন অর্জুন। অভিযোগ করে বলেন, পূর্বের চিফ সেক্রেটারি করোনার সময় উনি ২২০০ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন। উনিই ভোটের নাম প্রহসন করেছেন। সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ৩২ শতাংশ আর আমরা

মিলল আততায়ীর পরিচয়

ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি করেন ২০ বছরের যুবক ক্রুকস

পেনসিলভেনিয়া, ১৪ জুলাই ঃ বন্দুকবাজের হামলায় আহত ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো আততায়ীর মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে। জানা গেছে, ট্রাম্পের উপর হামলা চালানো ওই যুবকের নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। বছর কুড়ির ওই যুবক ঘোষিত ট্রাম্প ও রিপাবলিক পার্টির বিরোধী। এর আগেও বিভিন্ন সময় ভিডিয়োবার্তায় ট্রাম্পের সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে তাকে। উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে পেনসিলভেনিয়ায় সেখানকার স্থানীয় সময় শনিবারে এক জনসভায় গিয়েছিলেন ট্রাম্প। মঞ্চে কথা বলতেও শুরু করেন। সে সময়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ক্রুকস। যদিও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। দেখা যায়, ট্রাম্পের ডান কান গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর প্রাণনাশী হামলার চেষ্টার কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, আমার বন্ধু, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই হামলার কড়া ভাষায় নিন্দা করছি। রাজনীতি এবং গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই হামলায় যে মার্কিন নাগরিক মারা গিয়েছেন, তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যই হামলা চালানো হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে কথাই জানাল আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই। খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেই প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে আপাতত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপরে আর হামলার সম্ভাবনা নেই বলেই মত পেনসিলভ্যানিয়া পুলিশের। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই ব্যক্তি। তবে সুস্থ রয়েছেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। পরে ট্রাম্প নিজে এদিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায়। লিখেছেন, ‘গুলি আমার ডান কানের উপরের অংশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বুলেট আমার ত্বক ছুঁয়ে যেতেই বসে পড়ি। খুব রক্ত পড়ছিল। বুঝতে পারছিলাম ঠিক কী ঘটে গিয়েছে।’ আপাতত নিউ জার্সির বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন তিনি। ঠিক কী উদ্দেশ্যে হামলা হল ট্রাম্পের উপর, সেই নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি এফবিআইয়ের তরফে। তবে তদন্তকারীদের মতে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলাই হামলাকারীর উদ্দেশ্য ছিল।

দিল্লির হাসপাতালে এলোপাথাড়ি গুলি বন্দুকবাজের, মৃত রোগী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ দিল্লির সরকারি হাসপাতালে বন্দুকবাজের হামলা! গুলি লেগে মৃত্যু হল হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীর। জানা গিয়েছে, হাসপাতালে ঢুকে একাধিক গুলি চালিয়েছে ১৮ বছর বয়সি এক যুবক। তবে আপাতত সে পলাতক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ। জানা গিয়েছে, দিল্লির গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে আচমকাই বন্দুক হাতে ঢুকে পড়ে ১৮ বছর বয়সি এক যুবক। সটান পৌঁছে যায় হাসপাতালের চারতলায়। সেখানে চিকিসাধীন ছিলেন রিয়াজুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি। পেটের সমস্যার কারণে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। রিয়াজুদ্দিনকে দেখেই সটান গুলি চালাতে শুরু করে ওই যুবক। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তিন থেকে চার রাউন্ড গুলি চলে। গুলি লেগে গুরুতর আহত হন রিয়াজুদ্দিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে রিয়াজুদ্দিনকে আহত অবস্থায় দেখতে পায় পুলিশ। তবে পরে চিকিসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত বন্দুকবাজ পলাতক বলেই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। ডিসিপি বিষ্ণু শর্মা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি কার্তুজের খোল উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। আপাতত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

নবনির্বাচিত ৪ বিধায়কের শপথ প্রক্রিয়া

রাজ্যপালকে চিঠি দেবে পরিষদীয় দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে চারটিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরও একবার উসকে গিয়েছে চার নব্য বিধায়কের শপথ নিয়ে জটিলতা। এবার যাতে কোনওভাবেই এ নিয়ে আর গড়িমসি না হয় তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি রাখছে বিধানসভা। জানা যাচ্ছে, চার নতুন বিধায়কের জয়ের বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশের পর আগামী সপ্তাহেই তাঁদের শপথ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন জানিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি দেবে পরিষদীয় দপ্তর। জা গিয়েছে, চিঠিতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করা হবে বিধানসভায় এসে তিনি নিজে শপথ পড়ানোর জন্য। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই দায়িত্ব দেওয়ার অনুরোধ করা হবে। রাজ্যপাল সে ক্ষেত্রে কোনও ইতিবাচক সাড়া না দিলে বিধানসভায় অধিবেশন ডেকে সেই শপথ পড়িয়ে দেবেন অধ্যক্ষই। অধ্যক্ষই যে এক্ষেত্রে শেষ কথা তা উল্লেখ করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গোটা দেশে এটাই রীতি। রাজ্যপাল অধ্যক্ষকেই নতুন বিধায়কদের শপথ পড়ানোর দায়িত্ব দেন। পরে অধ্যক্ষ বলেন, পরিষদীয় দপ্তরের চিঠির পর

রাজ্যপাল কী জানান, তার উপরই নির্ভর করছে এই চারজনের শপথ। তবে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে নির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ করানোই যায়।আগামী ২২ জুলাই বিধানসভার বাদল অধিবেশন বসতে পারে। তার জন্য শনিবারই তৃণমূল পরিষদীয় দলের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অধিবেশন বসানোর অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এর মধ্যে রাজভবনের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গেলে এই বাদল অধিবেশনেই চার বিধায়কের শপথ পর্ব সেরে ফেলতে পারেন অধ্যক্ষ। সেক্ষেত্রে কড়া অবস্থানই বজায় রাখবে বিধানসভা। সংবিধানের ১৮৮ ধারা অনুযায়ী হয় রাজ্যপাল বিধানসভায় এসে শপথ পড়াবেন, অথবা পরিষদীয় রীতি মেনে অধ্যক্ষকে সেই দায়িত্ব দেবেন। নজর রয়েছে রাজ্যপাালের কি পদক্ষেপ।

আজ ডিএ মামলায় ‘সুপ্রিম’ শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ প্রায় দুবছর ধরে ঝুলে রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা। আন্দোলন করেও মেলেনি কোনও সুরাহা। সরকারি কর্মচারিদের একাধিক সংগঠন এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আর্জি জানিয়ে এসেছে রাজ্যের কাছে। তবুও ডিএ নিয়ে কথা বলে নি রাজ্য সরকার। তারপর নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কর্মী সংগঠনগুলি। গত ১ ডিসেম্বর মামলার শেষ শুনানি হয়েছিল আদালতে। এরপর প্রায় চার মাস পরে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে উঠছে রাজ্যের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলা। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর ছিল, সোমবার বিকেল নাগাদ মামলাটির শুনানি হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা শুনবে বিচারপতি হৃষিকেশ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে ১১ বার এই মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। কিন্তু এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দেশ দেয়নি। এমতাবস্থায় বর্ধিত ডিএ নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের নজর এখন সুপ্রিম কোর্টের দিকে। ২০২২ সালে ১৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বার ওঠে ডিএ মামলা। গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলাটির শেষ বার শুনানি হয়েছিল। ওই বছর নভেম্বরের ৩ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন। তার পরে সময়ের অভাবে মামলাটির আর শুনানি হয়ে ওঠেনি। ডিএ মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, বর্তমানে মামলাটি যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে এখনই তার নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। আরও সময় লাগতে পারে। এই ডিএ আন্দোলনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মাঠে নামে বাম-বিজেপির মতো রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। ডিএ ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কোনঠাসা করতে উঠে পড়ে লাগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে রাজ্যের আইনজীবী হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে নির্ধারিত আর্থিক নীতি মেনে ডিএ দিলে রাজ্যের ব্যয় হবে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ এই মূহুর্তে রাজ্যের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় বলেই আদালতে জানান তিনি।

‘শহিদ দিবসে’র পাল্টা বিজেপির ‘গণহত্যাদিবস’! ঘোষণা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী অশান্তিতে বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে রবিবার রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেছিল বিজেপি। আর সেখান থেকেই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাও আবার ২১ জুলাই, তৃণমূলের ‘শহিদ দিবস’কে সামনে রেখে। পর পর কয়েকদিন টানা কর্মসূচি রয়েছে গেরুয়া শিবিরের। এদিন ধরনা মঞ্চে তা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। ১৮ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত চলবে একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচি। হাই কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে, একাধিক শর্ত মেনে রবিবার রাজভবনের সামনে ধরনা হয়েছে শুভেন্দুর নেতৃত্বে। সঙ্গী দলের ৩০০ নেতা-কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ধরনামঞ্চে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা গিয়েছে দলবদলকারী নেতা তাপস রায়, অর্জুন সিং, কৌস্তভ

বাগচীদের। এই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়েই বিরোধী দলনেতা দলের নতুন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। নজরে অবশ্যই ২১ জুলাই, তৃণমূলের ‘শহিদ দিবস’। এই দিনটিকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালন করতে চায় বিজেপি। রাজ্যের প্রত্যেক থানার সামনে মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়রের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখানো হবে। দুপুর ১২টায় যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন, তখনই বিজেপির তরফে তাঁদের কুশপুতুল পোড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা আরও জানান, নবান্ন অভিযান নিয়েও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। তার ইঙ্গিত দিলেন শুভেন্দু। তার আগে অবশ্য ১৯ জুলাই রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জের উপনির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, তাঁদের কাছে যাবেন বিজেপি নেতারা। তবে নজরে অবশ্যই ২১ জুলাই বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি। ওই দিন শক্তি প্রদর্শনে নামবে দুই যুযুধান দল।

৪৬ বছর পর খুলল পুরীর মন্দিরের রত্নভাণ্ডার

পুরী, ১৪ জুলাই ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে খুলে দেওয় হল পুরীর মন্দিরের রহস্যময় রত্নভাণ্ডার। রবিবার ঠিক দুপুর ১টা বেজে ২৮ মিনিটে ‘পবিত্র মুহূর্তে’ খোলা হল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডারের দরজা। বলার অপেক্ষা রাখে, নানা রহস্যময় গল্প ছড়ানো রয়েছে এই রত্নভাণ্ডারকে ঘিরে। অবশেষে তার দরজা খোলায় পর ভিতরে কী রয়েছে তা নিয়ে কৌতূহলী ওড়িশা-সহ গোটা দেশ। ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলে পুরীর রত্নভাণ্ডার খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেইমতো বিজেপি সরকার গ।।র পর শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও রাজ্য সরকার ও মন্দির কর্তৃপক্ষের তৈরি করে দেওয়া কমিটি বৈঠকে বসে ঠিক করে রথ ও উল্টোরথের মাঝামাঝি সময় যখন ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি মন্দির থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা হবে তখনই রত্নভাণ্ডার খোলা হবে। যদিও শেষে তারিখ বদল করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৪ জুলাই দুপুর ১টা বেজে ২৮ মিনিটের প্রবিত্র সময়ে খোলা হবে এর দরজা। সেই মত সময় মেপে রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলেন কমিটির ১১ জন সদস্য। নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে রত্ন ভাণ্ডারের চারপাশ মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, রত্নভাণ্ডারের মধ্যে জগন্নাথ দেবের বৈদূর্য মণি ও নীলকান্ত মণি এবং নানান অলঙ্কার-সহ যাবতীয় মূল্যবান জিনিস রয়েছে। পুরীর মন্দির সূত্রে জানা যাচ্ছে, রত্ন ভাণ্ডারের বাইরের চেম্বারটি খোলা হয়েছে। সেই সব সামগ্রী রাখতে আনা হয়েছে বিশেষ বাক্স। প্রাচীন মূল্যবান রত্ন-সহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার গয়না ও নানান দামী জিনিস রয়েছে, তা ওই বাক্সে ভরে আপাতত অস্থায়ী স্ট্রং রুমে সরিয়ে রাখা হবে। বহির ভাণ্ডারের মূল্যবান জিনিসগুলো মাঝে মধ্যে খুলে পুজো ও উৎসবের সময় ব্যবহার করা হলেও ভিতর ভাণ্ডার ৪৬ বছর বাদে খোলা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, আগে যা ছিল এখনও তা রয়েছে কিনা তার তালিকা মিলিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। রত্ন যাচাইয়ের জন্য আনা হয়েছে স্বর্ণকারদের। উল্লেখ্য, মাত্র ছ’বছর আগেও রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলা হয়েছিল। কিন্তু সেবার মাত্র ৪০ মিনিট পরই ওড়িশা সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দরজা বন্ধ করে দেওয়ার। এবং সেবার ভিতরা ভাণ্ডার তথা রত্নভাণ্ডারের অন্দরমহলও খোলা হয়নি। সেই হিসেবে ১৯৮৫ সালের ১৪ জুলাইয়ের পর আর খোলা হয়নি ‘রত্ন ভাণ্ডার’-এর দরজা। ফলে রত্নভাণ্ডারের মধ্যে কী রয়েছে তা জানতে পুরীর মন্দির চত্বরে ভিড় করেছেন উৎসুক মানুষজন, যারা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ প্রাক্তন বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ বিজেপিতে যোগ দিলেন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রোহিত আর্য। শনিবার ভোপালে সেরাজ্যের সভাপতির হাত ধরে বিজেপির সদস্যপদ নেন রোহিত। অবসর নেওয়ার দু’মাস পরে রাজনীতিতে যোগ দিলেন তিনি। ২০২০ সালে একটি মামলায় প্রথম শিরোনামে উঠে আসে রোহিত আর্যর নাম। শ্লীলতাহানির একটি মামলায় তিনি অভিযুক্তকে ‘অদ্ভুত শর্ত দিয়ে জামিন দিয়েছিলেন। শর্ত হিসাবে বলেছিলেন, অভিযুক্তকে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন ওই মহিলার বাড়িতে রাখি এবং মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে। ওই মহিলা তাঁকে রাখি পরালে জামিন মিলবে। বিচারপতির যুক্তি, ভাই-বোনের সম্পর্ক তৈরি হলে এই ধরনের অপরাধের প্রবণতা কমবে। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট রোহিতের ওই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছিলেন। এরপরে ২০২১ সালে কৌতুকশিল্পী মুনওয়ার ফারুকি জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি। সেবার মুনওয়ারও সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান। প্রাক্তন বিচারপতি রোহিতের এজলাসের ভার্চুয়াল শুনানির অনেক ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সব ভিডিয়োতে দেখা যায়, তদন্তে গাফিলতির দায়ে তিনি পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের ধমকাচ্ছেন, আইনজীবীকে ভৎর্সনা করছেন। এভাবেই বারে বারে আলোচনায় উঠে এসেছে রোহিতের বিচারের পদ্ধতি। রোহিত আর্যকে মধ্যপ্রদেশের ‘অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়’ বলেন অনেকেই। গতানুগতিক ছকের বাইরে গিয়ে মানুষকে বিচার দেওয়ার কথা বলেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ। তাঁর মতে, মানুষকে দ্রুত বিচার পাইয়ে দিতে ওই সব সিদ্ধান্ত নিতেন। অভিজিতের বিচার করার ‘ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে।

মোদির সভাতেও বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল’ স্মৃতি স্মরণ করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ নির্বাচনী জনসভায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর বন্দুকবাজের হামলার খবরে তোলপাড় গোটা বিশ্ব। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ঘটনার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এই পরিস্থিতিতে মোদির নির্বাচনী সভায় বিস্ফোরণের স্মৃতি কথা স্মরণ করল বিজেপি। দলের মুখপাত্র অমিত মালব্যর বক্তব্য, বিশ্বের তাবড় নেতাদের উপর হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। জানা গিয়েছে, পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা করছিলেন ট্রাম্প। বক্তৃতা চলাকালীন হঠাই তাঁকে দেখা যায় কানে হাত দিতে। তার পরই বিপদ বুঝে তিনি নিচু হয়ে যান। শোনা যায় গুলির শব্দ। দেখা যায় ট্রাম্পের কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। হামলার খবর পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদিও। তার পরে মোদির জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপি। ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর, গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদি নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন পাটনায়। তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সময়ে একাধিক বোমা বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় ৬ জনের। তদন্তে জানা যায়, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল হামলাকারীদের। যেন ভিড়ের মধ্যে মোদির উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো যায়। বছর তিনেক আগে এই বিস্ফোরণের জন্য ৯ সন্ত্রাসবাদী দোষী সাব্যস্ত হয়। সেই ভয়াবহ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য বলেন, গোটা বিশ্ব খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আমরা দেখেছি শিনজো আবের উপরে হামলা হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। এবার সেই তালিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামও যুক্ত হল।

‘পরজীবী দল’, কংগ্রেসকে আয়না দেখালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ লোকসভার ভোটের পাশাপাশি বিধানসভা উপনির্বাচনেও বহু রাজ্যে ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। আর এই নিয়ে স্বীকার না করলেও বেশ অস্বস্তিতে রয়েছে গেরুয়া শিবির তা বলাই বাহুল্য। এদিকে উপনির্বাচনের ফলাফলের একদিন পরেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। রবিবার উত্তরপ্রদেশের বুকে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের লাগাতার চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন নাড্ডা। তিনি বলেন, ‘দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে দেড় হাজার রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের কারোরই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই। তাদের বেশিরভাগই ‘পরিবারবাদী দল এবং তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে লালনপালন করছে। ‘সব কি সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস’-এর মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে শুধু বিজেপিই। আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যেও আত্মসমীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে।’ এদিন কংগ্রেসকেও নিশানা করতে পিছ পা হন না জেপি নাড্ডা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, ৯০ বার কংগ্রেস নির্বাচিত সরকারকে উখাত করার চেষ্টা করেছে। বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল। এরপরেও সংসদে বলে যে এটি

অস্থায়ী এবং অপসারণ করা হবে। আজ বিরোধীরা গণতন্ত্রের জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছে এবং সংবিধানের রক্ষক হয়েছে। সংবিধানে লেখা আছে, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ করা যাবে না। কিন্তু তা অমান্য করে অন্ধ্রপ্রদেশে একবার নয়, চারবার ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটকে নিশানা করে জেপি নাড্ডা বলেন, ‘লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সংখ্যা ১০০ পেরোয়নি। আজ দেশের ১৩টি রাজ্যে একজনও কংগ্রেস সাংসদ নেই। আমরা সমাজকর্মী বেশি, রাজনৈতিক কর্মী কম। আমরা সব সময় জনগণের স্বার্থে কাজ করেছি। কংগ্রেস একটা পরজীবী দল।’ নাড্ডার মতে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে যে দলই থাকুক না কেন, তারা যদি উত্তর-পূর্বে সক্ষম হয় তবে মধ্য ভারতে তারা শূন্য। উত্তর ভারতে যদি কোনও দল সক্ষম হয়, দক্ষিণ ভারতে সেই ম্যাজিক আবার দেখা যায় না। যদি পশ্চিম ভারতে সক্ষম হয়, তাহলে পূর্বদিকে দলের নাম নেওয়ারও কেউ নেই, আর কেন্দ্রে যদি কেউ সক্ষম হন। তবে বিজেপিই একমাত্র সর্বভারতীয় দল, তা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ ভারত সর্বত্রই আছে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র, জারি সতর্কতা

মুম্বই, ১৪ জুলাই ঃ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার মহারাষ্ট্রের রায়গড়, রত্নগিরি, সিন্ধুদুর্গ জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। জানা গেছে, উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা ও মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তাল অবস্থা ভিওয়ান্ডির কামভারী নদী। ফলে প্লাবিত বহু এলাকা। রাস্তা জলমগ্ন। জলে অবরুদ্ধ হয়ে যানজট এলাকায়। কোমর সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের।

এনকাউন্টারে খতম আর্মস্ট্রং হত্যাকান্ডের অভিযুক্ত

চেন্নাই, ১৪ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুর বিএসপি নেতা কে আর্মস্ট্রং হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অন্যতম অভিযুক্ত রবিবার পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে নিহত হন। রবিবার জানা গেছে, তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরের কাছে অভিযুক্ত কে থিরুভেঙ্গদামকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই নাকি আর্মস্ট্রংকে খুন করার পর অস্ত্রগুলি লুকিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। পুলিশের সঙ্গে এখানে এসে পালাতে যান থিরুভেঙ্গদাম। আর তখনই পুলিশের গুলিতে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জীবন্ত দগ্ধ একাধিক গৃহপালিত প্রাণী

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই ঃ শনিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই ৮টি বাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় একাধিক গৃহপালিত প্রাণীর। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায়। তবে কীভাবে এমন ভয়াবহ আগুন লাগল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের নিমেষে আগুন গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বিহারে বন্যা পরিস্থিতি

পাটনা, ১৪ জুলাই ঃ বন্যাবিধ্বস্ত বিহার। নদীর জল ঢুকে প্লাবিত বিভিন্ন গ্রাম। জলমগ্ন শতাধিক বাড়ি। রবিবার জানা গিয়েছে, বিগত কয়েকদিনে বাগমতি নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে প্লাবিত হয়েছে মুজাফফরপুরের একাধিক এলাকা। জলমগ্ন প্রায় একশোর বেশি বাড়ি। ভিটেমাটি হারিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। রাস্তাতেও প্রায় কোমর সমান জল জল। সেই জল পেরিয়েই কোনওরকমে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। শুধু বাড়িই নয়, জলের তলায় চলে গিয়েছে টিউবওয়েলও। ফলে পানীয় জলের সঙ্কটও দেখা দিতে শুরু করেছে ওইসব এলাকায়।

গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৩

মহেন্দ্রগড়, ১৪ জুলাই ঃ ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে। রবিবার ভোরে একটি স্করপিও গাড়ি ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জানা গেছে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ। সেখানে গিয়ে ৪ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরমধ্যে চিকিসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করে। আরেকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালেই চিকিসাধীন। যদিও কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইন্দোরে বৃক্ষরোপণ অমিত শাহের

ইন্দোর, ১৪ জুলাই ঃ তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এক পেড় মা কে নাম কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই কর্মসূচিকে স্মরণ করে রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বৃক্ষরোপণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, রবিবার মধ্যপ্রদেশ সফরে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর এই সফরে গিয়েই গাছ লাগালেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাসখানেক আগে যে কর্মসূচি শুরু করেছিলেন, এখন তাই মহীরূহ হয়ে উঠছে।

মুম্বাইতে আইএনএস টাওয়ারের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

প্রিন্ট মিডিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্থায়িত্বের দিকে যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ ভারতীয় সংবাদপত্র সোসাইটি মুম্বাইয়ের মর্যাদাপূর্ণ বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে অবস্থিত আইএনএস টাওয়ার, বি-উইং-এর উদ্বোধন ঘোষণা করতে পেরে খুশি। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, বিকেসি, মুম্বাইতে আইএনএস টাওয়ার, বি-উইং, আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। ইভেন্টটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, শ্রী রমেশ বাইস, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, জনাব একনাথ শিন্ডে, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী, জনাব দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং শ্রী অজিত পাওয়ার, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিল্প নেতারা উপস্থিত ছিলেন , এবং পিন্ট মিডিয়া ভ্রাতৃত্বের সদস্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ফলকের আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের মাধ্যমে শুরু হয় এবং তারপরে ভারতীয় সংবাদপত্র সোসাইটির সভাপতি শ্রী রাকেশ শর্মা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং তারপরে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেন। শ্রী রাকেশ শর্মা, সভাপতি, আইএনএসও প্রধানমন্ত্রীকে স্ব-ঘোষণা শংসাপত্রের সাম্প্রতিক ইস্যুটির পাশাপাশি সাম্প্রতিক আলাপচারিতার সময়. অর্থমন্ত্রীর সাথে উত্থাপিত বিষয়গুলি দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভারতের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে প্রিন্ট মিডিয়া শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। তার ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংবাদ প্রচারে পিন্ট মিডিয়ার প্রধান ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন, যার ফলে ভারতের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ শক্তিশালী হয়। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, তিনি বর্তমান বিষয়ের মুখপাত্র হিসেবে মিডিয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপর জোর দেন এবং আগামী ২৫ বছরে দেশের ভবিষ্য দিকনির্দেশনা তৈরিতে এর তাৎপর্যের ওপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী মিডিয়া শিল্পকে ভারতের জনগণের উপকারের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের সাথে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা বা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ছাড়া তাদের নির্দলীয় প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রকাশকদের আন্ত ঃরাজ্য প্রচারমূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে পর্যটন প্রচারের জন্য উৎসাহিত করেন, মিডিয়ার আউটরিচকে কাজে লাগিয়ে। বিশ্বব্যাপী উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশকদের বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য মাইক্রোসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের দেশগুলিতে কথ্য ভাষায় তাদের প্রকাশনাগুলি অনুবাদ করার কথা বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর প্রসারিত করতে ডিজিটাল সংস্করণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।আইএনএস টাওয়ারস, বি-উইং, মুম্বাইয়ের প্রিন্ট মিডিয়া সেক্টরে একটি ল্যান্ডমার্ক হতে চলেছে। বিকেসিতে এর কৌশলগত অবস্থান, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ, প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য একটি আদর্শ হাব হিসেবে অবস্থান করে। এটি একটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ভবন যার ১৪ তলা রয়েছে।আমরা আবারও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের সদয় উপস্থিতি এবং সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আইএনএস টাওয়ারের উদ্বোধন, বি-উইং, প্রিন্ট মিডিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্থায়িত্বের দিকে আমাদের যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে।

অসংখ্য ভক্তসমাগমে উল্টো রথের মধ্যে দিয়ে শেষ হল মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১৪ জুলাই ঃ মাসির বাড়িতে ৮ দিন ভক্তদের দর্শন দিয়ে সোমবার বিকেলে অসংখ্য ভক্তসমাগমে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে গেলেন সুভদ্রা ও বলরাম কে নিয়ে ভগবান জগন্নাথ। অসংখ্য ভক্ত সমাগমে শেষ হল নদীয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা সোমবার উল্টো রথের দড়িতেও মায়াপুর টান দিতে পারলেন না সাধারণ ভক্তরা। এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। মন্দিরের প্রধান গেট বন্ধ রেখে মন্দির চত্বরের মধ্যে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার ছোট মূর্তি রথে বসিয়ে মাত্র ২০০ মিটার পথ পঞ্চতত্ত্ব ভবনের মাসির বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হল গদাভবনে। গদাভবনে এই মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। এদিনও সকাল-সকালই সেরে ফেলা হল পুজো অর্চনা এবং রথযাত্রা।রথযাত্রা উপলক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠান আগেই বাতিল ঘোষণা করেছিলেন ইসকন কর্তৃপক্ষ।তাই শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার খাতিরে অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হল এ বছরের রথযাত্রার অনুষ্ঠান। এ বিষয়ে মায়াপুর ইসকন মঃদিরের

জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন,' করোনা পরিস্থিতির কারণে গত বছর থেকেই আমাদের রথযাত্রা উৎসব ঠিকমত পালন করা যাচ্ছে না। অনেক প্রোগ্রাম এবারেও কাটছাঁট করতে হয়েছে। আসলে আগে জীবন বাঁচুক।তারপর তো রথযাত্রা।স্বল্প সংখ্যক পূজারীদের দিয়ে খুব স্বল্প আয়োজনে স্বল্প পথে কোভিড বিধি মেনে রথযাত্রা পালন করে আমরা কার্যত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম। কারণ, এর আগে প্রতি বছরেই লক্ষ ভক্তের সমাগম হত। সেখানে মাত্র ৫০জন ভক্তকে দিয়ে রথযাত্রা সম্পন্ন করা হল। মানুষ সুস্থ থাকুন, কোভিড বিধি মেনে চলুন, সেটাই আমরা চাই। জগন্নাথ, জগতের নাথ, জনগণের নাথ।তিনি এই মারণ রোগ থেকে ভক্তদের রক্ষা করুন, এটাই আমাদের প্রার্থনা।' গত সপ্তাহে রথের দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২ টার মধ্যে রথযাত্রার অনুষ্ঠানপর্ব সেরে ফেলা হয়েছিল। মন্দির চত্বরের মধ্যেই গদাভবন থেকে পঞ্চতত্ত্ব ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রথ। অন্যান্য বছর তিনটি রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে যাওয়া হলেও এবছর একটি রথেই বসানো হয়েছিল জগন্নাথ, বলরাম , সুভদ্রাকে। নির্ধারিত ৫০জন পূজারীর কাঁধেই ছিল রথযাত্রার অনুষ্ঠান পালন করার দায়িত্ব। মঙ্গলবারেও বিকেল চারটার পর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্দিরের গেট। গদা ভবনে জগন্নাথদেবের দর্শন করেন দর্শনার্থীরা।

ত্রিপুরায় রেল লাইনের পাশে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিত খুন

আগরতলা, ১৪ জুলাই ঃ রেল লাইনের পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছ়ায়েছে এলাকায়। ঘটনা আগরতলার কাছে সেকেরকোটের। মৃত ব্যক্তির নাম প্রমোদকুমার বিশ্বাস। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে প্রমোদকে। জানা গিয়েছে, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন ছনখলা এলাকার প্রমোদকুমার বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি সেকেরকোট রেলওয়ে. স্টেশনে প্রতিদিন রাতে নাইটগার্ডের কাজ করতেন। তিনি অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায় কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু ওইদিন গভীর রাতে প্রমোদ বিশ্বাসের বাড়িতে খবর আসে, রেল লাইনের পাশে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। খবর পাওয়া মাত্রই তাঁর পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয় আমতলি থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাতেই ছুটে যায় আমতলি থানার পুলিশ। পরে প্রমোদ বিশ্বাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে

দেওয়া হয়। আজ রবিবার সকালে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসী আমতলি থানায় গিয়ে খুনের অভিযোগ তুলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রমোদকুমার বিশ্বাসকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে খুন করে সেকেরকোট এলাকায় রেল লাইনের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, রেল লাইনের পাশে প্রমোদের মৃতদেহ যেভাবে দেখা গেছে, সেভাবে রেলে কাটা পড়া দেহ পড়ে থাকে না। প্রমোদ বিশ্বাসের এক ভাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে. অভিযোগ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, যারা এ ধরনের ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের যেন আইন অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করে পুলিশ। মৃত্যুকালে প্রমোদকুমার বিশ্বাস স্ত্রী পুত্র রেখে গেছেন। আজ তাঁর মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আমতলি থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে প্রমোদকুমার বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

'এলন মাস্ককে হত্যার চেষ্টা', বিস্ফোরক দাবি ধনকুবেরের

১৪ জুলাই ঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলার মাঝেই এবার বিস্ফোরক ধনকুবের এলন মাস্ক। টেসলা কর্তার দাবি, গত ৮ মাসে তাঁর উপর ২ বার প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয়েছে। ধনকুবেরের এহেন দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে আমেরিকার মাটিতে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিয়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণ-ঘাতী হামলার পরই মাস্ককে উদ্দেশ্য করে এক এক্স ব্যবহারকারী জানান, ' আপনার নিরাপত্তা ৩ গুণ বাড়িয়ে নিন। যদি ওরা ট্রাম্পের উপর হামলা করতে পারে তাহলে আপনার উপরও হামলা করতে পারে ওরা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শুভানুধ্যায়ীর বার্তার জবাব দিয়ে কার্যত বিস্ফোরক দাবি করেন এলন মাস্ক। তিনি লেখেন, 'আগামী দিন অত্যন্ত বিপজ্জনক। গত ৮ মাসে ২ বার আমার উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করেছে ২ জন। তাঁদের টেসলার সদর দপ্তর থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দুরত্বে বন্দুক সহ গ্রেপ্তার করা হয়।' এক্স কর্তার এহেন দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে। পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা চলাকালীন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্পের উপর হামলার ঘটনায় বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন জনসভা তাঁকে

লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ী। গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় বর্ষীয়ান নেতার। এফবিআই জানিয়েছে, ' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসভায় যে হামলা চালিয়েছে তার নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। বয়স ২০। সে পেনসিলভ্যানিয়ার বেথেল পার্কের বাসিন্দা ছিল। ওই প্রদেশের ভোটার তালিকা অনুযায়ী টমাস রিপাবলিকান দলের সদস্য।' এই হামলার পর রিপাবলিকানদের সমর্থন করে এক বার্তা দেন এলন মাস্ক। তিনি জানান, ' সম্পূর্ণ রূপে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানাচ্ছি। এবং ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' পাশাপাশি নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের ইস্তফার দাবিতেও সরব হন টেসলা কর্তা।

সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল নিয়ে সভা

হাফলং (অসম), ১৪ জুলাই ঃ সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল ২০১৯ বাতিলের দাবিতে ডিমা হাসাও ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতি শুক্রবার থেকে হাফলং জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘটে বসেছে। অবশেষে ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল ২০১৯ নিয়ে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ আজ রবিবার হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে জেলার বিভিন্ন দল ও সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর বৃহ সংগঠন, গ্রামপ্রধান, মৌজাদারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই বিল নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতে সভার আহ্বান জানিয়েছেন উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই পরামর্শমূলক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে অনশন ধর্মঘটকারী সুরক্ষা সমিতিকে। এদিকে এই ষষ্ঠ তফশিলির ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দল সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিলে কী রয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল পাস হলে এর ক্ষমতা হ্রাস হবে এবং পাহাড়ি জেলার মানুষ নিজের ভূমির অধিকার হারাবে। এছাড়া এই বিলের মাধ্যমে পাহাড়ি জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারাবে ইত্যাদি অভিযোগ উঠছে। এমনকি এই সব অভিযোগ উত্থাপন করে ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির মতো রাজৈতিক দল এই বিল বাতিলের দাবি তুলেছে। কিন্তু উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের দাবি, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির প্রস্তাবিত ১২৫ নম্বর সংশোধনী বিল পাস হলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আরও অধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দের হার বা।বে। বর্তমানের উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ উন্নীত হয়ে ডিমা হাসাও স্বশাসিত টেরিটরিয়াল পরিষদ হবে।

বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পুণ্যার্থীরা, অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই

জম্মু, ১৪ জুলাই ঃ সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। রবিবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৪৪৯ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল রবিবার ভোরে রওনা হয়েছে। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এদিন ভোরে ১৮৭টি গাড়িতে ওই পুণ্যার্থীরা রওনা হন। এর মধ্যে ১,৮৯৬ জন তীর্থযাত্রী বালতাল বেস ক্যাম্প এবং ২,৯৯৩ জন পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের অভিমুখে গিয়েছেন। সেখান থেকেই তাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু হবে। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

বাদল শীলকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন শত শত বামপন্থী নেতা-কর্মী-সমর্থক

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১৪ জুলাই ঃ শত শত মানুষের ভিড়ের মাঝে বামপন্থী নেতা কর্মীরা শেষ শ্রদ্ধা জানালেন বাদল শীলকে। সিপিআইএম-এর বিলোনিয়া. মহাকুমা কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে মৃতদেহে দলীয় পতাকা তুলে, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফুল দিয়ে.শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে নেতা সহ বহুজন শেষ শ্রদ্ধা জানান বাদল শীলকে। প্রসঙ্গত, শনিবার বেলা আড়াইটা নাগাদ আগরতলা জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাদল শীল। আজ রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আগরতলা মেলার মাঠে অবস্থিত সিপিআইএম কার্যালয়ে দলীয় নেতারা বাদল শীলকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর সেখান থেকে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় সিপিআইএম বিলোনিয়া. পার্টি অফিসে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য সুধন দাস সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা। এর পর মৃতদেহ নিয়ে.যাওয়া. হয়.বামপন্থী কর্মচারী অফিসে। সেখানেও বামপন্থী কর্মচারী নেতৃত্বরা শেষ শ্রদ্ধা জানান বাদল শীলকে। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর বাদল শীলের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রাজনগর চোত্তাখোলার নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে। এ দিন শেষ যাত্রায় হাঁটলেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন চৌধুরী সহ বামপন্থী নেতা কর্মী সমর্থকরা। চোত্তাখোলায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বাদল শীলের। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে বাদল শীল চোত্তাখোলা বাজারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বামপন্থীদের অভিযোগ, বিজেপি দলের দুষ্কৃতকারীরা পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায় বাদল শীলের ওপর। পরিণতিতে মৃত্যু হয় বাদল শীলের। বাদল শীল দক্ষিণ জেলা পরিষদের চার নম্বর ওয়ার্ডের বাম মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

পুণেতে একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা, জারি সতর্কতা

পুণে, ১৪ জুলাই ঃ বিগত কয়েকদিন ধরেই দেশের একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। মূলত উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেই তার সংখ্যা বেশি। আর এবার পুণেতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটলো। জানা গেছে, রবিবার সকালে পুণের আটকারওয়াড়ির কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। আচমকা ধসে পড়ে পাহাড়ের একটা অংশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার জেরে সিংহগড় ফোর্টের ট্রেকিংয়ের পথ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। অন্য দিকে একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলমগ্ন রাস্তাঘাট। বিপাকে সাধারণ মানুষ। শনিবারও একটানা বৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। রবিবারও অব্যাহত। জানা গেছে, টানা বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন ভিওয়ান্ডি এলাকা। রাস্তার জমা জলে গাড়ি ভাসতে দেখছেন স্থানীয়রা। ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন ভিওয়ান্ডি এলাকার মানুষ। আগামী দু'দিনে আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে। জানা গেছে, স্থানীয়দের সতর্ক করেছে প্রশাসন।

নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কে পি শর্মা ওলি

কাঠমান্ডু, ১৪ জুলাই ঃনেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কে পি শর্মা ওলি। সোমবার, ১৫ জুলাই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। নেপালের রাষ্ট্রপতি রাম চঃদ্র পাউডেল কে পি শর্মা ওলিকে (৭২) পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযাে়গ করেছেন। ওলি হলেন একমাত্র নেতা যিনি নেপালি কংগ্রেসের সমর্থনে এই পদের জন্য দাবি করেছিলেন।পুষ্প কমল দাহাল আস্থা প্রস্তাব হারানোর পর নেপালের প্রেসিডেন্ট পাউডেল শুক্রবার সন্ধ্যায়.নেপালি সংসদে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৭৬ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী.অংশীদারিত্বের দাবির আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবিবার রাষ্ট্রপতি কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেপালের সংবিধানের ৭৬ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মাননীয়.রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য শ্রী কে পি শর্মা ওলিকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

কংগ্রেস মিথ্যার মেশিন ঃ শিবরাজ চৌহান

রাঁচি, ১৪ জুলাই ঃ কংগ্রেস ও ঝা।খণ্ড মুক্তি মোর্চার তীব্র নিন্দা করলেন কেঃদ্রীয় কৃষিমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার রাঁচিতে এক অনুষ্ঠানে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, কংগ্রেস এবং জেএমএম মিথ্যার মেশিনে পরিণত হয়েছে, তাঁরা প্রতিদিন মিথ্যা বলে যে তারা কম আসন পেয়েও সাফল্য অর্জন করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে ঝাড়খণ্ডেও। আমরা যদি লোকসভার ফলাফলকে বিধানসভার ফলাফলে রূপান্তরিত করি, আমরা ৮১টির মধ্যে ৫২টি আসন জিতেছি। শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, সোরেন সরকার কৃষকদের দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি।

আবহাওয়া

বর্ষাকালের বৃষ্টি এখনও পর্যন্ত হয়নি দক্ষিণবঙ্গে। তবে বিগত কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। আবহাওয়া দফতর সূত্রে। মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৭৩ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১০ টায়।সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।

কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।

সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।

কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য।

ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।

মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

নাওয়াপাড়া সংলগ্ন তিস্তা কেনেল রোডে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো যুবক, ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নাওয়াপাড়া, ১৪ জুলাইঃ সাহুডাঙ্গি ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাইক ও ছোট চার চাকা গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। শনিবার রাত আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের নাওয়াপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। মৃত যুবকের নাম পরিমল সরকার। বয়স ২৩ বছর। রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকারীগছ বানাভাষার বাসিন্দা ওই যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ওই যুবক কোনো প্রয়োজনে এনজেপিতে গিয়েছিলেন। রাতে বাইক নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে ক্যানাল রোডে চার চাকার ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত হন যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে যুবককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন যুবক। লোকসভা নির্বাচনের আগে বাড়িতে এসেছিলেন। আর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

ঝাঁটা হাতে জয়নগর থানা চত্বরকে জঞ্জালমুক্ত করতে এগিয়ে এলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ জুলাই ঃ এবার প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি পুলিশ এবার সাফাই অভিযানে অংশ নিলেন।রবিবার জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল নিজে ঝাঁটা হাতে জয়নগর থানা চত্বরকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হাত লাগালো। এদিন এই কাজে আই সির সাথে হাত মেলালেন জয়নগর থানার এ এস আই চন্দ্রনাথ মন্ডল, এ এস আই পৃথিশ ঘোষ সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা। এদিন জয়নগর থানার আই সি থানার ভেতরে জমে থাকা আবর্জনা পরিস্কার করেন। তিনি এদিন বলেন, এটা আমাদের নৈতিক কাজের ভেতরে পড়ে। নিজের কাজের জায়গা পরিস্কার থাকলে কাজ করতে ভালো লাগে। আমি চাই সবাই এভাবে এগিয়ে এসে নিজেদের এলাকাকে জঞ্জাল মুক্ত করি। এই সাফাই অভিযান নিয়মিত হবে বলেও তিনি এদিন জানালেন।

২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে দক্ষিণ হাওড়ায় বাড়ি বাড়ি প্রচার তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুলাইঃ ২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে দক্ষিণ হাওড়ায় বাড়ি বাড়ি প্রচার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। শহীদ স্মরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলা চলোর প্রচারে এদিন সাধারণ মানুষের বাড়িতে পৌঁছে যান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। রবিবার ছুটির সকালে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে এদিন আমন্ত্রণ জানানো হয় ধর্মতলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তুলে ধরা হয় তৎকালীন শাসক বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেত্রীর লড়াই ও সংগ্রামের ইতিহাস। এর পাশাপাশি বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জনমুখী প্রকল্পের উন্নয়নের পরিষেবা পেয়ে মানুষ ঠিক কতটা উপকৃত হয়েছেন তার খোঁজ নিয়ে তাঁদের হাতে সমস্ত প্রকল্পের একটি করে প্রতিলিপি হাতে তুলে দেওয়া হয়। এভাবেই জনসংযোগ কর্মসূচি করেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিতম দাস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

বাঁকড়ায় এক যুবককে শিশুচোর সন্দেহে নিগ্রহের অভিযোগ উঠলো

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুলাইঃ হাওড়ার বাঁকড়ায় এক যুবককে শিশুচোর সন্দেহে নিগ্রহের অভিযোগ উঠলো। বাঁকড়ার ফকির পাড়ার ওই ঘটনা ঘটে। এলাকার একটি শিশুকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এই অভিযোগ তুলে ওই যুবককে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। জনতার হাত থেকে আক্রান্ত যুবককে উদ্ধারের সময় পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধরের চেষ্টা করে এলাকার কিছু মানুষ। শনিবার রাতের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, শনিবার রাতে ফকিরপাড়া এলাকায় ওই যুবককে শিশুচোর সন্দেহে তাঁকে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষ। শুরু হয় মারধর। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। পুলিশের সামনেই ওই যুবককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশ নিগৃহীত ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শেষমেশ পুলিশ ওই যুবককে আটক করে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনও পক্ষই থানায় লিখিত কোনও অভিযোগ জানায়নি। এই ঘটনা সম্পর্কে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন, শনিবার রাতে বাঁকড়ায় গণপিটুনির কোনও ঘটনা ঘটেনি। মদ্যপ এক যুবককে স্থানীয় মানুষ আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেন। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এমনকি পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের বাধার মুখে পড়ে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাও ভিত্তিহীন বলে এদিন দাবি করেন বিশ্বজিৎ বাবু। তাঁর দাবি, স্থানীয় মানুষই ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

> **“ শনিবার রাতে বাঁকড়ায় গণপিটুনির কোনও ঘটনা ঘটেনি। মদ্যপ এক যুবককে স্থানীয় মানুষ আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেন।**
>
> সিটি পুলিশের ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতো

হুগলির জিরাটের খালে ভেসে উঠেছে মুণ্ডহীন দেহ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ১৪ জুলাই ঃ শ্মশানের পিছনে খাল। সেখান থেকে ভেসে আসছিল দুর্গন্ধ। যত দিন এগোচ্ছে গন্ধ প্রকট হচ্ছিল। গন্ধের উৎস সন্ধানেই খোঁজ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খালের ধারে যেতেই দৃশ্য দেখে থ্ হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। হুগলির জিরাটের খালে ভেসে উঠেছে মুণ্ডহীন দেহ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাটতলায় শ্মশানের পিছনে নদীর খাড়িতে শুক্র-শনিবার থেকে দুর্গন্ধ পান স্থানীয় বাসিন্দারা।পুলিশকে জানানো হয়।বলাগড় থানার পুলিশ গিয়ে কিছু উদ্ধার করতে পারেনি অন্ধকার নেমে আসায়। রবিবার বেলায় দেখতে পাওয়া যায় মৃতদেহ ভাসছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দেহটি খালে ভেসে এসে কচুরিপানায় আটকে ছিল। পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে কচুরিপানা সরিয়ে উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে। দেহে পচন ধরেছে। দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাথা নেই, হাতের চুরি দেখে অনুমান একজন মহিলার মৃতদেহ। পুলিশ বিভিন্ন থানায় খোঁজ নিচ্ছে নিখোঁজ ডায়রি ছিল কিনা।

চুঁচুড়ায় ভিজে হাতে লোহার পাইপে হাত দিতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি , ১৪ জুলাই ঃ পুলিশের চাকরির জন্য নিচ্ছিলেন প্রস্তুতি। চলছিল লাগাতার প্র্যাকটিস। তারপর স্নানের জন্য নেমেছিলেন নলকূপের জলে। তবে খেয়াল করেননি পাশে থেকে চলে গিয়েছে বিদ্যুতের তার। ভিজে হাতে লোহার পাইপে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন তিনি। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দত্ত কলোনির বাসিন্দা আকাশ সিং। প্রতিদিনই ওই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চুঁচুড়া কৃষি খামারে দৌড়তে যেতেন। রবিবার সকালেও তার অন্যথা হয়নি। সাগর বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর সঙ্গে প্র্যাকটিসে যান তিনি। এরপর দুই বন্ধু মিলে গভীর নলকূপের জলে স্নান করেন। তবে নলকূপের পাইপের উপর লোহার তার চলে গিয়েছিল। আর তাতে হাত দিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান আকাশ। সাগর বুঝতে পেরে আর দেরি করেননি। টোটো ডাকেন। নিয়ে যাওয়া হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে যুবকের। মৃত আকাশের বাবা লক্ষ্মী সিং নারায়ণ পেশায় দিন মজুর। আকাশ বাড়ির বড় ছেলে। তার এক ভাই এক বোন আছে। সংসারের হাল ধরতে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। সেই কারণে পুলিশে চাকরি পেতে দৌড়াতেন। তাঁর সেই দৌড় এভাবে থেমে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ প্রতিবেশীরা।

একুশে জুলাই শহীদ স্মরণের সমর্থনে সিঙ্গুরে প্রস্তুতি সভা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ১৪ জুলাই ঃ ঐতিহাসিক একুশে জুলাই শহীদ স্মরণে ধর্মতলার সমাবেশ কে সফল করতে রবিবার সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল সিঙ্গুরে। ব্লকের সমস্ত এলাকার তৃনমূলের কার্যকরী সভাপতিদের নিয়ে এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না। এদিন প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় সকলে একসাথে হাওড়া স্টেশনে জমায়েত হয়ে মিছিল করে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হবে। সভায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার আরামবাগ, হুগলি ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে সাথে সাথে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার উপনির্বাচন গুলিতে তৃণমূলের অভাবনীয় সাফল্যকে জনগণের প্রতি উৎসর্গ করতেই এই প্রস্তুতি সভায় সিঙ্গুর বিধানসভা থেকে পনেরো হাজার কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হবে।

এটি একটি ঐতিহাসিক স্মরণ সভা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে আজকের সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ম্যানগ্রোভ কেটে কংক্রিটের নির্মাণ, গ্রেফতার এক

-ফাইল চিত্র

ক্যানিং, ১৪ জুলাই ঃ বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও ম্যানগ্রোভ ধ্বংস রোধ করা যাচ্ছে না। এবার ম্যানগ্রোভ কেটে কংক্রিটের নির্মাণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মোস্তফা শেখ। ক্যানিং থানার ইটখোলা কাছারি ঘাট এলাকা থেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। রবিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে এই কাছারি ঘাট এলাকার ম্যানগ্রোভ কেটে সেখানে কংক্রিটের বাড়ি তৈরীর কাজ করছিল অভিযুক্ত। শনিবার সেই খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে নির্মীয়মান বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। পাশাপাশি আটক করে অভিযুক্তকে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। এস ডি পি ও ক্যানিং রাম কুমার মন্ডল বলেন, ম্যানগ্রোভ কেটে বাড়ি তৈরির অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও তদন্ত করা হবে। বেআইনি ভাবে ম্যানগ্রোভ নিধন দেখেলেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বছরে কেবল রথ যাত্রার দিনই কেন মসির বাড়ি আসেন জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া ১৪ জুলাই ঃ প্রতি বছরই রথ যাত্রা উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় দেশ জুড়ে। কথিত আছে এই রথ যাত্রার দিন প্রতিবছর মাসির বাড়ি যান প্রভু জগন্নাথ দেব ভ্রাতা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা মাতা।সাত দিন পর পুনঃ রথ যাত্রার দিন তারা বাড়ি ফিরে আসেন।আর এই সাতদিন যে স্থানে প্রভু জগন্নাথ দেব থাকেন তাকে গুন্ডিচা মন্দির বলেন আবার কেউ অস্থায়ী মাসির বাড়িও বলেন।কিন্তু প্রতিবছর এই রথ যাত্রার দিনই বা বছরে এই একবার কেন মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ দেব ও তার ভ্রাতা ও ভগিনী.? এই মাসির বাড়িকে কেনই বা বলা হয় গিন্ডিচা মন্দির জানেন? আমরা এতদিনে জেনেছি যে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর নবম অবতার হলেন প্রভু জগন্নাথ। প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী জগন্নাথের মা হলেন রাণী গুন্ডিচা। কিন্তু মাসী কে?জগন্নাথ পূরাণ অনুযায়ী জগন্নাথ পত্নি দেবী লক্ষী দাম্পত্য কলহে শ্রী মন্দিরা ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ঘরে গৃহলক্ষী না থাকায় সংসারে অভাব অনটন দেখা দেয় এবং জগন্নাথ ও বলভদ্র দরিদ্র হয়ে পড়েন। একমাত্র বোন সুভদ্রাকে দেবী মৌসী মার(মাসী মা)কাছে পাঠিয়ে দেন। জগন্নাথ ও বলভদ্র ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। অতি কষ্টে তাঁদের দিন কাটতে লাগল।স্কন্দ পূরাণে বৈষ্ণব কান্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে,আষাঢ়ের ভারী বর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে উৎকল রাজ্যের পুরী এলাকা প্লাবিত হয়। খবর পেয়ে দেবী মৌসী মা (জগন্নাথের মাসী) সমুদ্রের অর্ধেক জল শোষণ করে জগন্নাথের আবাস ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তখন থেকে দেবী মৌসীর নাম হয় অর্ধশোষিণী। জগন্নাথ ও বলভদ্রের দুঃখ দুর্দশা দেখে মাসী অর্ধশোষিণী তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন অভুক্ত ও অর্ধাহারে থাকার পর মাসীর বাড়িতে এসে পেট পুরে খেলেন। অধিক ভালো মন্দ খাওয়ার ফলে জগন্নাথ ও বলভদ্রের শরীর খারাপ হয়। সুস্থ হতে সাতদিন সময় লাগে। ততদিনে পুরীর জল সরে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সাতদিন পর জগন্নাথ,বলভদ্রা ও সুভদ্রা নিজ ভবনে ফিরে আসেন। এই কথা মনে রেখে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্রা ও সুভদ্রা মাসীর বাড়িতে যান- এটাই হল রথযাত্রা। সাতদিন পর মাসীর বাড়ি থেকে ফিরে আসাকে বলে পুনঃ রথ যাত্রা বা উল্টোরথ। এ বছরের এই পুনঃ রথ যাত্রা উৎসব সোমবার ও মঙ্গলবার দু দিন পালিত হবে। জানা যায় পুরীধামেও দু দিন ধরেই এই পুনঃ রথ যাত্রা উৎসব পালিত হবে।তবে ইস্কনের সব শাখা কেন্দ্রে সোমবার মহাসমারোহেই পালিত হবে পুনঃ রথ যাত্রা উৎসব, সুত্র মারফত আরও জানা যায় গৌড় মঠের সকল শাখা কেন্দ্রেও সোমবার পালিত হবে পুনঃ রথ যাত্রা। বাকি সকল মঠ মন্দিরের উদ্যোগে মঙ্গলবার পালিত হবে পুনঃ রথ যাত্রা উৎসব।

জয়নগরের বাড়ি থেকে বোমা সহ গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ জুলাইঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বোমা সহ এক যুবক জয়নগর থেকে। গোপন ভাবে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় শনিবার রাতে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের শিরালি পাড়ার বাড়ি থেকে বোমা সহ এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রবীর চ্যাটার্জী।

ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ এই কাজে কে কে আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস সারা রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে সারা রাজ্যেই বলে আজ জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর থেকে আরও জানিয়েছে যে, আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে প্রায় ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২-৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। অন্যদিকে, গতকাল শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি ও হাওড়া হুগলি কলকাতার কিছু কিছু জায়গায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। এখনই প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই কয়েকদিন দক্ষিনবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে। ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এখনই নেই। আকাশ প্রধানত মেঘলা থেকে আংশিক মেঘলা থাকবে। বৃহস্পতিবারের পর দক্ষিনবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অল্প কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও টানা বৃষ্টি কিংবা ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

কিছু সময় মেঘলা আংশিক মেঘলা থাকলেও বেশিরভাগ সময় পরিস্কার আকাশ পাবেন। সূর্যের মুখ দেখা যাবে। অস্বস্তিকর আবহাওয়া বিরাজ করবে। সামনেই শাসকদলের একুশে জুলাই অস্বস্তিকর আবহাওয়া এবং বৃষ্টি কিছুটা ভাবনায় রেখেছে শাসকদলকে। অপরদিকে বৃষ্টির ফলে ক্ষতির মুখে তিলচাষীরা তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

দীঘা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠবে এডুকেশন হাব

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৪ জুলাই ঃ দীঘা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠবে এডুকেশন হাব, পরিদর্শনে সভাধিপতি উত্তম বারিক।বেলুড় মঠের সহযোগিতায়, দীঘা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তত্ত্বাবধানে একটি এডুকেশন হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদিন দীঘা রামকৃষ্ণ মদ ও মিশনের আধিকারিক স্বামীর নিত্য বোধা নন্দজির সঙ্গে বৈঠক করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক। মুখ্যমন্ত্রীর কথামত দীঘা উন্নয়ন পর্ষদের অধীন একটি জায়গা চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে যেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত এমনকি দুস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা ও সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন। তাই এদিন দীঘা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন সভাধিপতি উত্তম বারিক, সেইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্র, কর্মাধ্যক্ষ মানব বড়ুয়া, এছাড়া রামনগর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাই সার,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দীপক সার। মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব লক্ষীনারায়ণ জানা, এছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। দীঘা সহ মান্দারমনি বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারমধ্যে যেকোনো একটি জায়গায় কে চিহ্নিত করে সেই জায়গা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে নববারাকপুর থানার উদ্যোগে বৃক্ষদান স্কুল পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৪ জুলাই ঃ একটি গাছ। একটি প্রাণ । গাছ লাগান । প্রাণ বাঁচান। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ ছেদন নয় বৃক্ষরোপণ একান্ত জরুরি। ১৪ জুলাই সপ্তাহ ব্যাপী শুরু হল অরণ্য সপ্তাহ। রবিবার সকালে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতায় বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে সবুজায়নে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল অলক রাজোরিয়ার ঐকান্তিক উদ্যোগে নববারাকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় থানা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়া থেকে প্রধান শিক্ষক স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ তুলে দেওয়া হয় এদিন। খুদে পড়ুয়া থেকে তাদের অভিভাবক রাও বেজায় খুশি ও আনন্দিত । থানার এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এক অভিভাবক জানান তার সন্তান কে যেভাবে লালন পালন করে বড় করবেন ঠিক তেমনি ভাবে গাছের সযত্নে পালন রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

ফল ফুল দেবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন থানার এসআই সমীরণ দাস ও অর্ণব মিস্ত্রি। থানার বিভিন্ন আধিকারিক রা ফল ও ফুলের গাছ তুলে দিলেন এদিন। অন্যদিকে নববারাকপুর পুরসভা ও মাস্টার্স কেবল নেটওয়ার্ক এর যৌথ উদ্যোগে রবিবার সকালে পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডে উদ্যানে ৩০ টি ফল ও ফুলের চারা গাছ রোপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা সহ সংস্থার সদস্যরা।

এক মাস ব্যাপী পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডে ধারাবাহিক ভাবে চলবে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ।

নববারাকপুর শিবাজী সংঘের ৭০ তম বর্ষের দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো উদ্বোধন ঘিরে উন্মাদনা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৪ জুলাই ঃ ঢাকে পড়ল কাঠি।বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব ঘিরে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা শুরু হয়ে গিয়েছে ক্লাব সংগঠন গুলিতে। রবিবাসরীয় সকালে নববারাকপুর পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডে বহুমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শিবাজী সংঘের ৭০ তম বর্ষের দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো উদ্বোধন ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথা মাফিক পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণে কাশা ঘন্টা বাজিয়ে বিশাল বাশের খুঁটি পুজো হয়। তারপর খুঁটিপুজো সহ থিমের উদ্ধোধন করেন পুজো উৎসব কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক তথা পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।উপস্থিত ছিলেন ১৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল মহিলা নেত্রী বিশিষ্ট সমাজকর্মী মৃদুলা সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি পূজা গুপ্ত, পুজো কমিটির সভাপতি সুজিত চন্দ, যুগ্ম সম্পাদক অরিজিৎ সাহা, সুজিত সরকার, চিত্রকর সঞ্জীব দাস, সৃজনে সঞ্জীব বিপ্লব সহ পুজো কমিটির সদস্যরা। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন আজ শুভ দিনে নববারাকপুর শিবাজী সংঘের ৭০ তম বর্ষের দুর্গোৎসবের প্রাক প্রস্তুতির খুঁটিপুজো উদ্বোধন হল। গত রবিবার রথযাত্রায় শহরে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোর শুভারম্ভ করেছে। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্মানে ছোয়ায় পুজো কমিটির সংগঠকরা উৎসাহিত হয়ে পুজোর প্রাক প্রস্তুতির খুঁটিপুজো উৎসব আকারে পরিনত হয়েছে। নববারাকপুর ছোট্ট শহরে শিবাজী সংঘের মতো বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন গুলি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত ব্যস্ততা খুঁটিপুজো ঘিরে। এবছর শিবাজী সংঘের থিম প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক নির্দেশক সত্যজিৎ রায় কে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে ভাবনা তোমারে সেলাম।

রিষড়া পৌরসভার উদ্যোগে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি,১৪ জুলাইঃ রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রার উদ্যোগে রিষড়া পৌরসভার রবীন্দ্রভবনে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জিকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হাসান খান, সি আই সি মনোজ গোস্বামী, সিআইসি মনোজ সাউ, কাউন্সিলার শ্রীমতি ঊষা দেবী সাউ, বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রকাশ সাউ, রিষড়া থানার অফিসার ইনচার্জ সহ পৌরসভার সকল কাউন্সিলররা। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণীজনেরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা পৌরসভার রবীন্দ্রভবন হলে মাননীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় এবং মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বরণ করেন।

উল্টো রথযাত্রা উৎসব ঘিরে শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ রাত পোহালে উল্টোরথ, শিলিগুড়ি শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে উল্টো রথ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। আগামীকাল জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রার উল্টোরথ, চলছে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এদিন শিলিগুড়ি শক্তিগড় গৌড়ীয় মাঠে সেই চিত্র ধরা পরল। প্রচুর ভক্তরা এসেছেন এই গৌড়ীয় মঠে, ভজন কীর্তনের তালে তারা নেচে ওঠেন। ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় মহাপ্রসাদের। প্রসঙ্গত প্রত্যেক বছর শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে ঘটা করে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা পালন করা হয়ে থাকে। এই বছরও ঘটা করে পালন করা হয়েছে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। সোজা রথের পরেই উল্টো রথ যাত্রা উৎসব হয়। সোজা রথের ৮ দিন পরে হয় উল্টো রথযাত্রা উৎসব। আগামীকাল রয়েছে সেই উল্টো রথযাত্রা উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন দেখা গেল সাজো সাজো রব। সংশ্লিষ্ট মন্দিরের একজন মহারাজ জানান, আগামীকাল উল্টো রথযাত্রা, প্রস্তুতি রয়েছে তুঙ্গে।

দুদিন ব্যাপী রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ১৪ জুলাই ঃ দুদিন ব্যাপী রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবির কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুরের ডিঙ্গাখোলা ত্রৈলোক্য স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে । উল্লেখ্য দীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ এলাকায় নানান সামাজিক কর্মসূচি পালন করে আসছে ডিঙ্গাখোলা ত্রৈলোক্য স্মৃতি সমিতি। শনিবার ও রবিবার দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ছিল নৃত্য, গান, নাটক ,আবৃত্তি ও রবিবার ছিল রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদান কর্মসূচিতে মোট ৭৫জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন,কলকাতার কোঠারী মেডিকেল ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ হতে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১নং ব্লকের বিডিও শ্রী তন্ময় কার্যী, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মন্ডল, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা ডিঙ্গাখোলা ত্রৈলোক্য স্মৃতি সমিতির সভাপতি কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত,ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তিরঞ্জন মাইতি, ক্লাবের সম্পাদক মুক্তি রঞ্জন প্রামাণিক, প্রাক্তন সম্পাদক চঞ্চল পুরকাইত, সহসভাপতি অনুপ কুমার বাগ, গৌতম পুরকাইত ,পূর্নেন্দু বাগ, মন্টু পাঁজা, সুনীল কুমার পাঁজা, পঞ্চায়েতের সদস্যা সীমা প্রামাণিক প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৫ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১

নব ভারতের দধিচী

নব ভারতের দধিচী। ১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন যতীন দাশ । লাহোর জেলে ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত সহ এদের সবাইকে রাখা হলো পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে। অবর্ণনীয় সেখানকার পরিবেশ, রান্নাঘরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকি আরশোলা ইঁদুর সেই সাথে অখাদ্য খাবার । কয়েদীদের না আছে কাপড় কাচার সুযোগ না তাদের দেওয়া হয় কোন বই বা পত্রিকা । অথচ পাশের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে ভালো ব্যবস্থা । ১৩ই জুলাই, ১৯২৯ সালে এরই প্রতিবাদে যতীন শুরু করলেন অনশন। প্রথম দিকে জেল কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করলেও পরে পাঠান কয়েদীদের দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে । ফল হয় আরো মারাত্মক, দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় । ভয় পেয়ে জেলার তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে রাজী হয় কিন্ত বেঁকে বসেন পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেন্সী । অবশেষে অনশনের ৬৩ তম দিনে ১৯২৯ জেলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন. তাঁর মৃত্যুতে জনমানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় । পাঞ্জাব বিধানসভা থেকে দুই ভারতীয় সদস্য ইস্তফা দেন । মহম্মদ আলি জিন্নাহ ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনেন, এমনকি লন্ডনে বিরোধীরা সরকারের বিবৃতি দাবী করে । সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে আইরিশ বিপ্লবী ৭০ দিন অনশনে থেকে ব্রিক্সটন জেলে প্রাণ দেন। এর পরিবার চিঠি লিখে সমবেদনা জানান। নীরব থাকেন শুধু গান্ধীজী, তিনি নেতাজীর অনেক অনুরোধের পর মন্তব্য করেন, It's a case of Diabolical suicide. I have nothing to say..! অনশনই তো তার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, তাহলে যতীন দাসের বেলায় কেন এই রূঢ়তা ? দুদিন বাদেই লেবুর রস খেয়ে আমৃত্যু অনশন ভঙ্গ করেননি বলেই কি ? লাহোরের দূর্গাভাবী দেহ নিয়ে হাওড়া পৌঁছুলে নেতাজী তা গ্রহন করেন, তুলে নেন নিজের কাঁধে । মরদেহ নিয়ে অগণিত মানুষের বিশাল শোভাযাত্রা শেষ হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে, পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায় নব ভারতের দধিচীর নশ্বর দেহ। অজ্ঞানতা কোনো অপরাধ নয়। কোনো মানুষকে সব কিছু জানতে হবে এমন কোনো মানে নেই...আর সেটা সম্ভবও নয়। ৬৩ দিনতো অনেক দূরে, আমাদের কারোর কি ৬৩ ঘন্টা উপবাস করবার ক্ষমতা আছে? নিজের দেশের স্বাধীনতা'র জন্য এমন আত্মবলিদান কি আমরা কেউ দিতে পারবো? এখনকার কলেজ পড়ুয়াগুলোকে শুধু আত্মবিস্মৃত প্রজন্ম।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ

শেষ পর্যন্ত উদ্যোগ নিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের শরণাপন্ন হলেন। মহারাজা কবিকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। কবির হাতে তুলে দিলেন দশ হাজার টাকা। ওই অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য কবিকে রাজ দরবারে কয়েকবার যাওয়া আসা করতে হয়। বলা বাহুল্য ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার বিলেতে নিরুদ্বেগে নিজের কাজে মন দিতে পেরেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছুটি নিয়ে বিলেতে গবেষণা করতে চান। বিংশ শতকের গোড়ায় এই দেশের কেউ বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে গবেষণা করবেন ইংরেজদের কল্পনার অতীত। জগদীশচন্দ্র বিলেতে নিশ্চিন্ত মনে গবেষণা করতে পারেন সেই জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন। ব্রিটিশ সরকার অর্থসাহায্য দূরের কথা কার্যত ছুটি দিতে নারাজ। তখন জগদীশচন্দ্র বসু কে আর্থিক সাহায্য করতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের জন্য কবি কলকাতায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন।' 'বিসর্জন ' নাটক অভিনয় করে তাঁকে দেখানো হয়। তাদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দমাণিক্যের মহান আদর্শ অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ববন্দিত দুই ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর সখ্য সারাজীবন অটুট ও অমলিন ছিল। প্রথম দিকের 'আপনি' কিছুদিনের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ 'তুমি' হয়ে যায়। বয়সে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্রের থেকে আড়াই বছরের ছোট। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ভাবী গৌরব দেখেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে। স্ত্রী, পুত্র,কন্যা নিয়ে সবাই সংসার করেন, ব্যতিক্রম নন রবীন্দ্রনাথ। স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হয়েও অন্যের জন্য চিন্তা করছেন, তাদের দুঃখ মোচনের আন্তরিক চেষ্টা করতেন। আচার্য জগদীশ বোস এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে বিজ্ঞান সাধকদের বেশি পচ্ছন্দ করতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

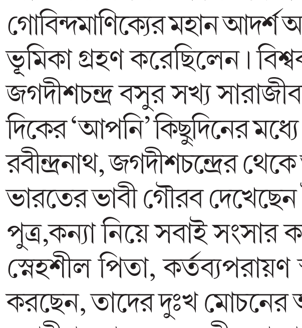

দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির

ঠাকুর বললেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সত্যের প্রকাশ ঘটাতে হবে। সত্যকে প্রকাশিত পেলে আলোর পথ দেখা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বিপ্লবী অরবিন্দের পর বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নেন বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলায় বাঘা যতীন মুখোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী বোস বিপ্লবী আন্দোলনে প্রবেশ করতে শুরু হয়ে গেল অরবিন্দোত্তর দ্বিতীয় পর্যায়ের সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলা সব সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামকে পচ্ছন্দ করে এসেছে। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন বাংলায় বেশি গুরুত্ব পায়নি। সেই কারণে মহাত্মা গান্ধি কংগ্রেসের আন্দোলনকে বাংলায় বিস্তার করতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনের প্রতি আস্থা রাখতে থাকেন চিত্তরঞ্জন দাস। তবুও বাংলার বিপ্লবীরা অস্ত্র ধারন করে ইংরেজ তাড়ানোর পক্ষপাতি ছিল।

বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জাপানে পালিয়ে যাওয়ার পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের শেষ ভাইসয়র লর্ড মাউন্টব্যাটেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর বহু তথ্য নষ্ট করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাশিয়া, আমেরিকা এক হয়ে জার্মান এবং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তার ফলে ব্রিটিশদের চোখে জাপান শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত। জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। তিনি তখন ব্রিটিশদের কাছে একজন ফেরারি আসামি হিসাবে পরিগণিত। ব্রিটিশরা বারবার জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিল রাস বিহারী বোসকে তাদের হাতে তুলে দিতে। জাপান এবং ব্রিটিশ পুলিশ এক সময়ে জাপানের প্রতি স্থানে খানাতল্লাশি করেছিল রাসবিহারীর খোঁজ করতে। কিন্তু তাঁকে জাপান ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী গ্রেফতার করতে পারেনি। আত্মগোপন করেছিলেন রাসবিহারী। তারপরে জাপানি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এবং পরে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। সে আর এক বিশাল কাহিনী। সেই সব কাহিনীর কথা বলতে গেলে একটি মহাভারত মতো বই রচিত হয়ে যাবে। তাঁর একজন বিশ্বস্ত বাঙালি বিপ্লবী তাঁর বন্ধু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাকে আমরা 'বাঘা যতীন' বলে চিনি তিনি রয়েছেন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাসবিহারী যে সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেখানে বাংলা থেকে সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা ভাবতের বিপ্লবী ইতিহাস থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী মানুষ। সরকারি রেডক বলছে তিনি ছিলেন "one of the most dengerous anarchists"। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নদিয়ার কয়া গ্রামে ৮ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে মাতুলালয়ে। ছোটবেলা কেটেছিল মামার বাড়িতে। তাঁর মামার নাম ছিল বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মামার বাড়ি ছিল কুষ্টিয়াতে। মামারা ছিলেন সেখানকার ধনী ব্যক্তি। জমিদার। মামার বাড়িতে বিশাল করে দুর্গা পুজো হতো।

সেই পুজোর সয়ে তাঁর মামার বাড়িতে সমাজের বিশিষ্টজনের উপস্থিত থাকতেন। এবং গ্রামবাসীরা সেই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো। সেই সময়ে যেসব ছেলেদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁরাই তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনে সাথী হয়েছিলেন। "It is regrettable to note that the name of the hero of Balassore fame who died fighting in 1915 continues to be mispelt even this day. In most of the articles and biographical sketches about him the readers finds that his name has been spelt as Jatindra Nath Mukherjee. This is absolutely incorrect. His real name was Jyotindranath Mukherjee. The memorial dated September 2, 1911 submitted by him to Hardinge, Viceroy of Governor General of India, contained his autoraph signature revealing the above spelling. (Vide Home (Poll.) Deptt. Proceedings of the Government of India, September 1911, Nos. 124-125, Part B)"। ছোটবেলায় তিনি পিতাকে হারান। তার ফলে তিনি মায়ের কাছেই মানুষ হতে থাকেন এবং সেই সময় থেকে তিনি মাতৃভক্তি এবং ভয়হীন মানসিকতা বহন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি শারীরিক কসরৎ এবং খেলাধুলা বেশি পচ্ছন্দ করতেন। তরুণ বয়সে তিনি শরীর চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। তিনি আবার রোগীদের সেবা করতেন একেবারে নার্সদের মতো। তিনি কৃষ্ণনগর এভি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ১৮৯৮ সালে। কলকাতায় এসেছিলেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু কলকাতায় একজন শিক্ষাবিদ ক্ষুদিরাম বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। তিনি একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই যতীন মুখার্জি বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করলেন "do or die for the country" । তার ফলে তিনি বিদ্যা শিক্ষাকে প্রধান্য দিলেন না। বরং তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শুরু করলেন। ১৯০৩ সালে আকস্মিকভাবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (স্বামী নিরালম্ব) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইতে "বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ" (১৯৪৭)। ললিত চ্যাটার্জি ছিলেন বাঘা যতীনের ছোট মামা। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং যতীন ব্যানার্জির কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন বাঘা যতীন "purification by blood and fire" for Freedom's battle" গীতা'র 'নিষ্কাম কর্ম'কে চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করলেন বাঘা যতীন। ভোলানাথ গিরি'র কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে চর্চা করতে শুরু করেন। তিনি আবার বিপ্লবী যতীনকে মাতৃভূমির হয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা সারদার দেবীর পদদেশে বসে তাঁদের আদর্শে প্রতি অনুরাগী হয় উঠেছিলেন। তার পরেই তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন যখন প্লেগ এবং মহামারি বাংলায় দেখা দিয়েছিল। বিখ্যাত কুস্তিগীর ক্ষেত্র চরণ গুহ (গহ) এর পুত্র অম্বিকা চরণ গুহ (গহ) কাছ থেকে কুস্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে থকেন। অম্বিকা চরণ গুহ (গহ) স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে কুস্তিবিদ্যা লাভ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ যখন কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। বিপ্লবী অরবিন্দ গ্রেফতার হওয়ার পরে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের কোমড় ভেঙে দিয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। বিশেষ করে সেই সময়ে চার্লস টেগার্ট খুবই জাঁদরেল পুলিশ। তিনি একাই একশো। বিপ্লবীরা বহু বার চেষ্টা করেছে তাঁকে এই ধরনী থেকে সরিয়ে দিতে। তাঁকে হত্যা করতে বিপ্লবীরা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। চার্লস টেগার্টের পুরো নাম হচ্ছে চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮১ সালে ৫ অক্টোবর আয়ারল্যাণ্ডের লন্ডনডেরি শহরে। 'ডেরি' শব্দটি আইরিশ 'ডেয়ার' বা 'ওক' বৃক্ষ থেকে এসেছে। এই শহরটি এখনও ইংরেজদের দখলে। তাঁর পিতা নাম ছিল যোশেপ পুলটার টেগার্ট। পেশায় তিনি ধর্মযাজক। ডানবোইন শহরের গির্জার অধ্যক্ষ। আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ পুলিশদের প্রায় দিনই সংঘর্ষ হতো সেই আইনিস্কিলেন শহরে পোরটোরা রয়াল স্কুলে চার্লস টেগার্ট কৈশোরে লেখাপড়া করেন। স্কুলের পাঠক্রম শেষ করে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পড়া শেষ করে ১৯০১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান পুলিশ বা আইপিতে যোগদান করেন। বিহারে নাথনগর ট্রেনিং স্কুলে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে পাটনার পুলিশ সুপারিনটেন্ড হলেন। কলকাতা পুলিশের অস্থায়ী ডেপুটি কমিশনার হিসাবে কাজে যোগদান করেন ১৯০৬ সালে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ফ্রেডরিক হ্যালিডের নজরে পড়ে যান। তারপর থেকেই তিনি কলকাতা পুলিশের কিংবদন্তি চরিত্র হয়ে ওঠেন। "শোনা যায়, বাংলার ছোটলাট লর্ড লিটন নাকি খুবই আগ্রহ সহকারে তাঁকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করেছিলেন। ভেবেছিলেন, টেগার্ট যেহেতু নিজে আইরিশ, তিনি বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে পারবেন। তা ছাড়াও আয়ারল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর রীতিমতো বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কাহিনী লিটনের কানে এসেছিল। তাঁর চিন্তাধারা যে ভুল ছিল না তা টেগার্ট খুব অল্প সময়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন। গত দু'বছরে লাগাতার পুলিশী অভিযান বাংলার বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিয়েছে। সন্ত্রাস দারুণভাবে কমে এসেছে। প্রত্যেকটা বিপ্লবী দলের ভিতর পুলিশের চর ছিল। তারা বিপ্লবীদের গতিবিধি নিয়মিত পুলিশকে জানিয়েছে। লালবাজারের সুনাম তখন পৃথিবীব্যাপী। স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চেয়ে এখনকার গোয়েন্দারা অনেক বেশি সক্রিয়। লর্ড লিটন সব ব্যাপারে টেগার্টের পরামর্শ ছাড়া এক পা চলেন নি।" (পুরানো কলকাতার গোয়েন্দা গল্প, পৃষ্ঠা ৪৭)। তবে এটা ঠিক তিনি তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে কলকাতায় পুলিশ অধিকর্তা হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে কাজ করেছিল। তিনি ইণ্ডিয়ান পুলিশ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে আইসিএস হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে তিনি ইণ্ডিয়ান পুলিশের পরীক্ষা দিয়ে আইপি হলেন। আসলে ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপরে তাঁর একটি ভক্তি জন্মে গিয়েছিল। তিনি একজন আইরিশ হয়েও ব্রিটিশ রাজশক্তিকে যাতে বিশ্ব থেকে বিনষ্ট না হতে পারে তার দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ রাজভক্ত ছিলেন বলা যেতে পারে।

তবে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে ভগিনী নিবেদিতা বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সেই খবর টেগার্টের কাছে থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন ভগিনী নিদেবিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না? তাহলে ভগিনী নিদেবিতা আইরিশ বলেই কি তাঁর বিষয়ে তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন। ভগিনী নিদেবিতার সঙ্গে সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবী দলের যোগাযোগ এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অরবিন্দের নেতৃত্বে গুপ্ত সমিতির সদস্যদের তিনি পড়াতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন কাকে বলে তার ব্যাখ্যা দিতেন। সেই খবরও লালবাজারে চার্লস টেগার্টের কাছে ছিল। তবুও তিনি ভগিনী নিবেদিতার ব্যাপারে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। জানা গিয়েছে ভগিনী নিবেদিতা সরাসরি কোনও বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভবে অংশ গ্রহণ করেননি। পাশাপাশি সেই সময়ে একজন আইরিশ মহিলাকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ সরকার আয়ারল্যাণ্ডকে শত্রু দেশে পরিণত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তবে ভগিনী নিবেদিতার ওপরে নজর ব্রিটিশ পুলিশের ছিল সেটা জানতে পারা গিয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইনী পদক্ষেপ নেয়নি তার একটি মাত্র কারণ ইংরেজদের কাছে আয়ারল্যাণ্ডটা তখন খুবই স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। আইরিশদের সঙ্গে মৈত্রী রাখাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের মূল কূটনীতি। তবে ভগিনী নিবেদিতাকে অনুসরণ করে গোপনে কলকাতা পুলিশ বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং বিপ্লবী দলের সদস্যদের নামের তালিকাও তৈরি করে ফেলেছিল লালবাজার পুলিশ। ভগিনী নিবেদিতা সে ব্যাপারে কোনও কিছুই জানতেন না। তাঁর অজ্ঞাতে পুলিশ এই সব কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে আলিপুর বোমা মামলা তৈরি করার সময়ে সেই তালিকা ধরে সারা বাংলা জুড়ে গ্রেফতার করতে শুরু করে গোয়েন্দা বাহিনী। পুলিশ শুধু মাত্র ভগিনী নিবেদিতাকে ছাড় দিল। বাকি সবাইকে গ্রেফতার করে লালবাজার। ইংরেজ শাসনকালে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা একটি বিখ্যাত মামলা।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্বখ্যাত লেখিকা ঝুম্পা

বিশেষ প্রতিবেদন

৫৮ তম জন্মদিনের শ্রদ্ধা । ঝুম্পা লাহিড়ীর লেখা পাঠ করে মনে হয়েছে, এই লেখিকার জীবনের দু'টি মূল সত্য প্রকাশ করা যায় দু'টি শব্দে। 'ভাষা' এবং 'ভাসা'। বাঙালির প্রবাসজীবন নিয়ে, সেই প্রবাসে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সংগ্রাম নিয়ে ইংরেজিতে লেখেন ঝুম্পা। এক জায়গা থেকে উৎপাটিত হয়ে অন্য এক মাটিতে শেকড় চারিয়ে দিতে চাওয়া মানুষজনের সংকট বার বার প্রকাশিত তাঁর কলমে। স্থলের স্থিতি ও জলের প্রবাহে চিরভাসমান ও ডাঙায় এসে ঠাঁই পাওয়া মানুষের চেতনা, মনন ও নিজেকে সন্ধান করে নেওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর সাহিত্যের গূঢ় এক বোধ। একেই বলা যায় 'ভাসা', প্রবাহিত হওয়া। কোথাও নৌকো লাগানো, আবার অন্য স্রোতে ভেসে যাওয়া।

ঝুম্পা নিজে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছেন। কলকাতা থেকে সে দেশ থেকে পাড়ি দেওয়া দম্পতির প্রথম সন্তান তিনি। তাই তাঁর নিজের অস্তিত্বেই এক ফাটল তিনি বোধ করেছেন। 'দ্য নেমসেক' ঝুম্পার প্রথম উপন্যাস। এর মূল চরিত্র নিখিল বা গোগোল এই অস্তিত্ব সংকট বোধ করে। মনে হয়, ঝুম্পার নিজস্ব উভয়-সংকট ছায়া ফেলেছে গোগোলের চরিত্রে। এই সংকটের দ্যোতক নাম। তার ভাল নাম নিখিল। কিন্তু সে নিখিল হতে চায় না। ডাকনাম গোগোল। এই নামেই সে স্বচ্ছন্দ। গোগোল তার ভারতীয় পটচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতা তাকে শান্তি দেয় না। এই অতৃপ্তি গোগোলের নিয়তি। হয়তো ঝুম্পারও। তাই একটি

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, The essential dilemma of my life is between my deep desire to belong and my suspicion of belonging. গৃহের খোঁজ তিনি করেন কিন্তু স্বস্তি যেন তাঁর জন্য নয়।

তা হলে ঝুম্পার স্বস্তি কোথায়? তিনি একটি আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, 'আমি ছোটবেলা থেকে বাংলা শুনছি, বলতে পারি, কিন্তু বাংলা ভাষা তো পুরোপুরিভাবে আমার জানা নয়, তা হলে তো আমি বাংলাতেই লিখতাম, সেটা আমি পারি না। ইংরেজি ভাষাটা আমি ভাল জানি কারণ আমার পড়াশোনাটা ইংরেজিতে। তবুও আমার মনে হয়, ইংরেজি আমার ভাষা নয়। কারণ ইংরেজি আমার মা-বাবার ভাষা নয়। বাংলা আমার মা-বাবার ভাষা। আমার আছে দু'টো অর্ধ ভাষা। তাই আমি যখন এখন ইতালিয়ান ভাষায় বই লিখছি, আমার খুব মনে হচ্ছে যেভাবে আমার কোনও নির্দিষ্ট একটা দেশ নেই, ঠিক সেভাবেই আমার কোনও নির্দিষ্ট একটা ভাষাও নেই। যে লেখে তার জন্য ভাষাই দেশ। ভাষা আর দেশ কি আলাদা কিছু? একই জিনিস।"

লেখক হিসেবে ঝুম্পার প্রকৃত দেশ তাঁর অর্ধ ও সম্পূর্ণ পরিচিত ভাষাগুলিতে। তিনি যেন ভাষার ভিতর দিয়েই বাঁচেন। নানা ভাষার নানা শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে তাঁর অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। মাঝে কয়েক বছর ঝুম্পা নিজ ইচ্ছায় আমেরিকা ত্যাগ করে ইতালির রাজধানী রোম শহরে বাস করছিলেন। তখন ইংরেজির প্রতি তাঁর কোনও টানই ছিল না। চেষ্টা করতেন, ইতালীয় ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে। যেন আর একটি নতুন দেশের মাটিতে গাঁথা হয়ে গেল তাঁর অস্তিত্বের শেকড়। নতুন শেখা ইতালীয় ভাষায় তিনি একটা বই লিখে ফেললেন। বইটি ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'ইন আদার ওয়ার্ড্স'। বইটির প্রাক্কথনে ঝুম্পা লিখছেন, 'I was reluctant to move back and forth between the two. My impulse at the time was to protect my Italian– Returning to English was disorienting– frustrating– also discouraging.

ঝুম্পা এইভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন কারণ, তাঁর কাছে দেশ ও ভাষা অভিন্ন। সেকারণেই বলছি, ঝুম্পার দ্বিতীয় সত্য তাঁর 'ভাষা'।

ঝুম্পা স্বীকার করেছেন যে, যদিও পছন্দের মাটির সন্ধান তিনি করে চলেছেন আজন্ম, কোনও মাটির সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যাওয়াও তাঁর ঠিক ভাল লাগে না। এ কারণেই ফিরে ফিরে আসা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যে। 'দ্য নেমসেক' উপন্যাসের শেষে গোগোল তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসে, একটা ঘরে একা বসে নিকোলাই গোগোলের 'দ্য ওভারকোট' বইটি পড়তে শুরু করে। ওই বইটিকে কেন্দ্র করে তার বাবার পুনর্জন্ম, তাই এক হিসেবে এটা গোগোলের পক্ষে জন্মের মাটিতে প্রত্যাবর্তনের শামিল। 'দ্য লোল্যান্ড' উপন্যাসে সবক'টি চরিত্রই টালিগঞ্জের নিচু বাদা জমিতে আক্ষরিক অর্থে ফিরে আসে। স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, ফিরে আসা, ভারত -আমেরিকা -ইতালি এ সব কিছুর বাইরেও ঝুম্পার অস্তিত্ব সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে।

সম্পাদক সমীপেষু

ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার

বানান তো ঠিকই আছে বাবা, আমার নাম স্যর যদুনাথ সরকার! সেই যখন ছোট ছিলেন, রাতের বেলা মায়ের পাশটিতে তাকে শুতে হবেই। একদিন মা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ঘুমের ঘোরে বড্ড পা ছুঁড়িস, ঠিকভাবে যদি শুতে না পারিস তাহলে তুই কাল থেকে আমার কাছে আর শুবি না। পরের রাতে শুতে এসে দেখেন তাঁর শান্ত ছেলে পা দুখানি দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে রয়েছে। অনেকদিন পরের কথা। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি। কলকাতার স্বাধীনতা-পূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুরুতর আহত হয়ে মারা গেছেন মানুষটির বড় ছেলে। সমবেদনা জানাতে এসে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আর বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বিহ্বল হয়ে দেখলেন, তিনি যেন নির্বিকার, নিচের ঘরে একমনে পড়াশোনা করছেন 'হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব',দ্য ফল অব দ্য মুঘল এম্পায়ার ,শিবাজী-র মত অসামান্য সব বইয়ের লেখক। রমেশচন্দ্র বলেই ফেললেন, এ আপনি কী করছেন? মানুষটি দুই শুভানুধ্যায়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, আপনারা আমাকে কী করতে বলেন? আরও পরের কথা। তখন একেবারে একলা। নিঃসঙ্গ। বাড়ি থেকে বেরোনো বলতে বাজারের ব্যাগ হাতে সুকিয়া স্ট্রিট ধরে শ্রীমানী মার্কেটে গিয়ে সামান্য কিছু কিনে আনা। পরিচিতরাও খুব বেশি যাতায়াত করেন না। একের পর এক খবর আসছে। মারা গেছেন তার প্রিয় কন্যা রমা। ছোট ছেলে সত্যেন। পড়ার ঘরে বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখতেন ছেলে মেয়েদের হাতে লেখা চিঠি। রাতে ঐগুলি দেখিয়া প্রাণের হাহাকার মেটাইতেন। কিন্তু দিনের বেলায় অন্য মূর্তি। মেঘমুক্ত কর্মচঞ্চল সুলতানী মেজাজ। কোমলতার চিহ্ন নাইক্ষ্ম । গুনগুন করে গাইতেন তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা কিংবা তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।

একদিন চাকর এসে বলল, বাবু, রেশন দোকান থেকে জানাল কি একটা কার্ড যেন করতে হবে, আপনাকে নিজে যেতে হবে তাতে। আমি গেলে হবে না। বেচারা বৃদ্ধ মানুষটি....কি আর করেন। বাধ্য হলেন লম্বা লাইনে দাঁড়াতে। লাইনের মাথায় বসে থাকা ছোকরা একটু ফক্কর গোছের। কার্ডের জন্য সই করে ভদ্রলোক পিছন ফিরতে না ফিরতে ডাক, ও দাদু, শুনে যান। পড়াশুনো করেন নি নাকি জীবনে? নামের আগে শ্রী বানানটাও ঠিকঠাক লিখতে পারেন না? ভদ্রলোক মৃদু স্বরে বললেন বানান তো ঠিকই আছে বাবা, আমার নাম স্যর যদুনাথ সরকার।

বাংলায় বহু খ্যাতনামা লেখক থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদেরা বাংলার মানুষের কাছে অপমানিত হয়েছে। বাদ পড়েননি মাইকেল থেকে শুরু করে কোনও কবি বা সাহিত্যিক। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজ পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন।

নার্সকে চড় মারার অভিযোগ সালারের তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদে হাসপাতালের গেটের সামনে ধরনায় নার্সরা

দুরন্ত বার্তা, সালার, ১৪ জুলাইঃ মেয়ের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে এসে ঘুরিয়ে চিকিৎসকেই চড় মেরে অসুস্থ করে দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। প্রতিবাদ করলে নার্সের চাকরী খেয়ে নেওয়ার হুমকি দেন পঞ্চায়েত প্রধান রেজিনা বিবি। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সালার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে হাসপাতালের গেটের সামনে ধরনায় বসে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন হাসপাতালের নার্সরা। অভিযোগ, শনিবার রাতে সালার গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান রেজিনা বিবি ভোর রাতে তাঁর অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তখনই কর্তব্যরত একজন নার্সকে চড় মারেন তিনি। স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। মহিলা প্রধান এসে নার্সের গালে কষিয়ে চড় মারেন। যার জেরে মাটিতে পড়ে যাই এবং চড়ের আঘাতে নার্সের নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়ে নার্স। একজন জনপ্রতিনিধির এই আচরণে রবিবার সকাল থেকে একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হাসপাতালের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতালে গেটের সামনে ধরনায় বসেছেন কর্তব্যরত নার্সরা। তাদের দাবি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত প্রধানের সঠিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। ঘটনাকে ঘিরে সালার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে আক্রান্ত নার্স বলেন, ‘‘শনিবার রাতে আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম। একটি মেয়েকে নিয়ে এক মহিলা হাসপাতালে আসেন। মেয়েটিকে ইনজেকশন দিতে আমি পাশের ঘরে ডাকি। কারণ যে ঘরে মেয়েটি ছিল সেখানকার আলোটি মাঝে মাঝে নিভে যায়। মেয়েটিকে নিয়ে আসেন একজন মহিলা। পরে তিনি নিজেকে সালারের প্রধান বলে দাবি করে বলেন, ‘কেন মেয়েকে ইনজেকশন দেওয়ার জন্য অন্য ঘরে নিয়ে যেতে হবে?’ এর পর আমাদের চাকরি খেয়ে নেবেন বলে হুমকি দিতে থাকেন তিনি। এরই মধ্যে একজন পুরুষ এসে অভিযোগ করতে থাকেন, আমরা রোগীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি। তিনি মারমুখী হয়ে ওঠেন। তখন হাসপাতালের গ্রুপ ডি কর্মী তাঁকে রোখার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে মহিলা এসে আমার গালে কষিয়ে চড় মারেন। যার জেরে আমি মাটিতে পড়ে যাই। চড়ের আঘাতে আমার নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছে।’’

সাগরে ডেঙ্গু সচেতনতা সপ্তাহ ও প্রচারাভিযান

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ জুলাইঃ সুস্থ যদি থাকতে চাও, মশা দূর হটাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে জনসচেতনতার লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের রুদ্র নগর গ্রামের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া তথা মশাবাহিত রোগের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে সপ্তাহ ব্যাপী সচেতনতা শিবিরের শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হল। ডেঙ্গু সম্পর্কে এলাকাবাসীকে ওয়াকিবহাল করতেই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণসহ অভিভাবকেরা ডেঙ্গু জ্বর থেকে রেহাই পেতে শিবিরে পদযাত্রা করেন গ্রামের রাস্তায় প্রায় ২কিলোমিটার পথ। সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের আশা কর্মী থেকে চিকিৎসকরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে কি কি করা প্রয়োজন তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন ছাত্রছাত্রীদের ও অভিভাবকদের সামনে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মন্ডল বলেন, ‘‘আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে মশাবাহিতরোগ থেকে রেহাই পেতে সচেতনত করার নানারকম প্রয়াস চালাচ্ছি বিশেষ করে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাড়ির আশপাশ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জমা জল বর্জন করা যাতে মশার জন্ম ডেঙ্গুর প্রকোপ না বাড়ে সেই জমা জল প্রতিটি বাড়িতে নষ্ট করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।’’ রাতে ঘুমানোর সময় অতি অবশ্যই মশারি ব্যবহার করা, জ্বর হলেই আশাদিদিমনিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের দিদিমণিরা বলেন, ‘‘বেশী করে জল ও তরল জিনিস খেতে হবে কারণ ডেঙ্গু রোগে শরীরে জলের ঘাটতি হয়। তাই ডাবের জল, লিকার চা, ও.আর.এস, ফলের রস, ডালের জল, ঘোল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে তবে কোন ভাবেই কোল্ড ড্রিংকস নয়।’’ ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের আশা কর্মী

কাকলী মণ্ডল ও গ্রাম সেবিকা। জনসচেতনতার লক্ষ্যে কিছু প্রচারপত্র ও বিলি করা হয়। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা গণ বলেন রাজ্য জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির সংক্রমণ। কোথায় জমা জল জমতে দেওয়া যাবে না। রাতে ঘুমোনোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে। যত্রতত্র ময়লা নোংরা আর্বজনা জঞ্জাল স্তূপাকৃতি করে ফেলে রাখা চলবে না। ঘরের ফুলে টবে বা নর্দমায় টায়ারে জল জমিয়ে রাখা চলবে না। এইসব সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি ডেঙ্গি প্রতিরোধে। শনিবার সকালে সাগর ব্লকের রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ডেঙ্গু বিজয় অভিযানকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিরাট সচেতনতা পদযাত্রা করলেন বিদ্যালয়ের সামনে থেকে। গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্কুলে এসে শেষ হয়। স্কুল পড়ুয়ারা ডেঙ্গি সচেতনতা প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে গ্রাম জুড়ে সচেতনতা পদযাত্রা সামিল হয় এদিন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, ‘‘বাড়ির কাছাকাছি কিংবা আসেপাশে যাতে জল না জমে থাকে সেবিষয়ে সকলকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে সেইসঙ্গে রাতে অবশ্যই প্রত্যেকে বাড়িতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। বাড়িতে ব্যবহৃত শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার গুলিতে প্রায়শই ফিনাইল ব্যবহার করতে হবে। মশার আক্রমণ থেকে বাঁচতে আমরা কখনো কখনো বাড়িতে মশা তাড়ানো ধুপ কিংবা ডিম রাখার কার্টে আগুন ধরিয়ে ব্যবহার করি, কিন্তু এসব থেকে বিপদ ঘটতে পারে,তাই বিরত থাকা ভালো। বিদ্যালয়ের চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল ঝড়ানো হয়।’’

---

e-tenders are invited by Prodhan, Mankar Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 5th SFC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_713479_1 to 7 and 2024_ZPHD_713492_1 to 2. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 20/07/2024 up to 13.00 IST. For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
NOTICE INVITING TENDER No. 02(2024-25)/LKGP

Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 6(Six) Nos. similar works. Last date of dropping of sealed tender forms on or before 23.07.2024 up to 12.00 PM. Tender Opening Date 23.07.2024 at 12.30 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- **Pradhan**
Lakhanpur Gram Panchayat

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN: U70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7, P.K Tagore Street, Kolkata-700006

Pursuant to National Company Law Tribunal (NCLT) Order i.e., C.P.104(KB) 2024 dated 09.07.2024 and as per Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable clauses of the Listing Agreement, notice is hereby given that the register of members and the share transfer register of the company will remain closed, for the purpose of Share Transfer, from the 31st day of July, 2024 to 6th day of August, 2024 (both days inclusive).

By Order of the Board
Sd/-
Director
(Vinita Harlalka)
DIN: 00612517

Place: Kolkata
Date:-14/07/2024

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN: U70101WB1983PLC036161)
Registered Office:7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 40th ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Pursuant to National Company Law Tribunal (NCLT) Order i.e., C.P.104(KB)2024 dated 09.07.2024, notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited ("the Company")** is scheduled to be held on **Tuesday, 6th day of August, 2024** at 4:00 PM to 5:00 PM IST by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 40th Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2022-23 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com**, websites of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th day of June,2024 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 40th AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo**. In case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be contacted its registered address of the company at 7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006.

For Hallmark Properties and Traders Limited
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)

Place : Kolkata
Date : 14.07.2024

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN: U70101WB1983PLC036161)
Registered Office:7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Pursuant to National Company Law Tribunal (NCLT) Order i.e., C.P.104(KB)2024 dated 09.07.2024, notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited ("the Company")** is scheduled to be held on **Tuesday, 6th day of August, 2024** at 10:00 AM to 11:30 AM IST by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 37th Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com** , websites of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th day of June, 2024 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmark propertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 37th AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo**. In case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be contacted its registered address of the company at 7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006.

For Hallmark Properties and Traders Limited
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)

Place : Kolkata
Date : 14.07.2024

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৪৫২০৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৮০৪
রেজি. অফিসঃ আর. নং ১, ২য় তল, ৬২এ, ড. মেঘনাদ শাহ সরণি,
সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯, ফোনঃ +৯১-৮২৩২০৯৯০৯২
ই-মেইলঃ info@ likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইটঃ www.likhamiconsulting.com

পাবলিক নোটিশ-৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

লিখামি কনসালটিং লিমিটেডের ৪২তম (বিয়াল্লিশ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৩ আগস্ট, ২০২৪ (মঙ্গলবার) সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) এর মাধ্যমে / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (‘ওএভিএম’) সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখের ১৩ই জানুয়ারী, ২০২১ সাধারণ সার্কুলার নং। ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ এবং সাধারণ সার্কুলার নং। ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০/২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষটি যথাক্রমে ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ দ্বারা জারি করা হয়েছে তারিখ ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১ এবং সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/ডিডিএইচএস/পি/সিআইআর২০২২/০০৬৩ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ জানুয়ারী ৫,২০২৩ এবং এসইবিআই/এইচও/ডিডিএইচএস/ডিডিএইচএস-আরএসিপিওডি১/পি/সিআইআর/২০২৩/০০১ তারিখ ৫ই জানুয়ারী, ২০২৩ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, ৪২তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য।

পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি/আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত আছে। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে আগের অনুশীলনের মতোই।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি/আমানতকারীর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং-এর লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আর্থিক বছর ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান, মাস সার্ভিসেস লিমিটেড info@masserv.com/investor @masserv.com-এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি)। অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।**

২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.likhamiconsulting.com-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে www.cse-india.com এবং www.bseindia.com-এ। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

লক্ষ্মী কনসালটিং লিমিটেডের পক্ষে
বুলবুল অমিত বনসল
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
এম.নং. ৩৩৬৪৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৪

আদিনাথ বায়োল্যাবস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪২৩০ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৪৯২
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেইলঃ iinvestors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com
টেলিফানঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

পাবলিক নোটিশ-৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আদিনাথ বায়োল্যাবস্ লিমিটেডের ৪৩তম (তেতাল্লিশ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ দুপুর ২:০৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’) এর মাধ্যমে / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (‘ওএভিএম’) এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ এপ্রিল ৮, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলুর নং ১৭/২০২০ তারিখ এপ্রিল ১৩, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ মে ০৫, ২০২০, সার্কুলার নং ২/২০২১ তারিখ জানুয়ারি ১৩, ২০২১, সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ডিসেম্বর ১৪, ২০২১, সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ মে ০৫, ২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষটি যথাক্রমে ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ দ্বারা জারি করা হয়েছে তারিখ ১২, ২০২০ এবং সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ জানুয়ারি ১৫, ২০২১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি-২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ মে ১৩, ২০২২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২-/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ জানুয়ারী ৫, ২০২৩ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ অক্টোবর ৭, ২০২৩ যথাক্রমে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, ৪৩তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য।

পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠাতে হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি/আমানতকারীদের সাথে নিবন্ধিত আছে। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করছে আগের অনুশীলনের মতোই।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

যদি আপনার ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি/আমানতকারীর সাথে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং-এর লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আর্থিক বছর ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন বিশদ পেতে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান, মেসার্স আদ্রোইত কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড info@adroitcorporate.com-এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি)। অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।**

২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adinathbio.com-এও পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত www.cse-india.com এবং www.bseindia.com-এ। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস্ লিমিটেডের পক্ষে
সুনীল কুমার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ (০৭৭৭৭৩৫১)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৪

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN: U70101WB1983PLC036161)
Registered Office:7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 38th ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Pursuant to National Company Law Tribunal (NCLT) Order i.e., C.P.104(KB)2024 dated 09.07.2024, notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited ("the Company")** is scheduled to be held on **Tuesday, 6th day of August, 2024** at 12:00 PM to 01:30 PM IST by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 38th Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2020-21 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com** , websites of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th day of June,2024 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 38th AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo**. In case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be contacted its registered address of the company at 7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006.

For Hallmark Properties and Traders Limited
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)

Place : Kolkata
Date : 14.07.2024

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN: U70101WB1983PLC036161)
Registered Office:7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 39th ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Pursuant to National Company Law Tribunal (NCLT) Order i.e., C.P.104(KB)2024 dated 09.07.2024, notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited ("the Company")** is scheduled to be held on **Tuesday, 6th day of August, 2024** at 2:00 PM to 3:30 PM IST by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 39th Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2021-22 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com**, websites of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th day of June,2024 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 39th AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo**. In case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be contacted its registered address of the company at 7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006.

For Hallmark Properties and Traders Limited
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)

Place : Kolkata
Date : 14.07.2024

COMFORT FINCAP

কমফোর্ট ফিনকাপ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯২৩ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি৩৫৪৪১
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক ‘বি’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিসঃ এ/৩০১, হেতাল আর্চ, বিপরীত নটরাজ মার্কেট, এস.ভি. রোড, মালাড (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৬৪
টেলিফোন নম্বরঃ +৯১-২২-৬৮৯৪-৮৫০০০৮০৯ ফ্যাক্সঃ +৯১-২২-২৮৮৯-২৫২৭
ই-মেইলঃ info@comfortfincap.com, ওয়েবসাইটঃ www.comfortfincap.com

বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিলের জন্য সীমিত কমফোর্ট ফিনক্যাপের ইক্যুইটি শেয়ারের স্থানান্তর সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
এবং
অবৈতনিক / অদাবীকৃত অবশিষ্ট লভ্যাংশের পরিমাণ দাবি করার জন্য অনুস্মারক

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১২৪(৫) অনুসারে **নোটিশ** দেওয়া হল যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (নিয়ম) এর সাথে পড়া হয়েছে। (যেমন সময়ে সময়ে সংশোধিত), যে কোম্পানিকে অবিলম্বে সাত (৭) বছরের জন্য অবিচ্ছিন্ন লভ্যাংশের পরিমাণ অপ্রত্যাশিত এবং অবিলম্বে বিনিয়োগকারী শিক্ষার কাছে হস্তান্তর করার তারিখ থেকে অবিরাম লভ্যাংশ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে এবং সুরক্ষা তহবিল (‘আইইপিএফ’)। আরও, বিধিগুলির সাথে পঠিত আইনের ১২৪(৬) ধারায় বলা হয়েছে যে সমস্ত শেয়ার, যেগুলির ক্ষেত্রে একটানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ দেওয়া হয়নি বা দাবি করা হয়নি, সেগুলি হস্তান্তর করবে বিবৃতি সহ আইইপিএফ-এর কাছে কোম্পানির নির্দেশিত বিবরণ রয়েছে।

যোগ্য ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা ২০১৬-১৭ এবং তার পরবর্তী অর্থবছরের জন্য তাদের অবৈতনিক / অদাবীকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ নগদে জমা দেওয়ার জন্য **নোটিশ** দেওয়া হয়েছে, যাতে ইক্যুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত না হয়। নিয়ম মেনে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের জন্য দায়ী সকল শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কোম্পানির দ্বারা পাঠানো হবে। যদি, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের জন্য দাবিহীন এবং অপরিশোধিত লভ্যাংশের পরিমাণের বিষয়ে কোনও যোগাযোগ না পাওয়া যায়, কোম্পানিকে এই ধরনের দাবিহীন এবং অপ্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ এবং অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর করতে হবে। যদি থাকে, যার বিষয়ে কোনো পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই বিষয়ে নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ-কে টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ দেওয়া বা দাবি করা হয়নি। যোগ্য ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের বিশদ বিবরণ যাদের শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরের জন্য রয়েছে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.comfortfincap.com-এ আপলোড করা হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দাবি না করা/অপ্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি শেয়ার এবং এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে তার ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।

আরও, শেয়ারহোল্ডার ই-ফর্ম আইইপিএফ ৫-এ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পৃথক আবেদন করে নিয়মের ৭-এর বিধান মেনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ার দাবি করতে পারেন যার বিবরণ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে www.iepf.gov.in।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য এবং অপরিশোধিত/অদাবীকৃত লভ্যাংশের পরিমাণের দাবির বিশদ বিবরণের জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের অফিস নং এস৬-২, ৬ষ্ঠ তল, পিনাকেল বিজনেস পার্ক, আহুরা সেন্টারের পাশে, মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৯৩, যোগাযোগঃ +৯১-২২-৬২৬৩৮২০০ ই-মেল আইডিঃ investor@ bigshareonline.com অথবা এ৩০১, হেতাল আর্চ, এস.ভি. রোড, মালাড (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৬৪-এ অবস্থিত কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে কোম্পানিকে লিখতে পারেন অথবা একটি ইমেল পাঠাতে পারেন-info@comfortfincap.com.

কমফোর্ট ফিনকাপ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর আগরওয়াল
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৪০৮১৬৭

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ জুলাই ১৫, ২০২৪

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com, ই-মেইলঃ kkothari@hngil.com
টেলিফোনঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১০০ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১৩০

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১-এ ব্যবসা লেনদেন করার জন্য, যেমন এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি ১২ই জুলাই, ২০২৪, বৃহস্পতিবার এজিএম-এর নোটিশ মেম্বারদের কাছে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছে।

আরও, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বইগুলি সোমবার, ২৯শে জুলাই, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ মেনে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ১০২, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র সেই সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ সোমবার, ২৯শে জুলাই, ২০২৪, এজিএম চলাকালীন তারা রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের সেই অনুযায়ী শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম নোটিশটি বিবেচনা করা উচিত।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২রা আগস্ট ২০২৪ শুক্রবার (সকাল ৯.০০টা) শুরু হবে এবং ৪শে আগস্ট ২০২৪ রবিবার (বিকেল ৫.০০টা) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যেসকল সদস্যরা এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্য হবেন।

যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যেকোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেন এবং কোম্পানি কর্তৃক নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন evotingnsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি আবার ভোট দেওয়ার জন্য তার/তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোর্ট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন। কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা একটি ইমেল পাঠিয়ে এনএসডিএল হেল্প ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ evotingnsdl.co.in অথবা টেলিফোন ৯১ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করুন।

এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvanijya.com) এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com)-এ অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-তেও পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.spotlightvanijya.com) এবং সিএসই (www.cse-india.com) এ পাওয়া যায়।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(ভিকেশ রজক)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫.০৭.২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C) (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/26 (1st Call)
Name of work **: Painting kerb & railing at E.M. Bypass from Dhapa Road to Dr. Ambedkar Bridge under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,38,255.13 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.9,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/27 (1st Call)
Name of work **: Painting kerb & railing at P.C. Connector from E.M. Bypass to 4 No. Bridge under Br.-VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,91,741.85 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/ROADS/2024-2025/28 (1st Call)
Name of work **: Painting kerb around Milan Mela & E.M. Bypass Service Road from ITC Sonar Bangla to Bartaman Bhavan under Br.VII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,12,431.61 (Excl. Contingency Amt.).** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last date and time of submission of all bids **: 26.07.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **D.G. (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ASPH/GG/E-18/2023-24
Name of work **: Continuation of operation and maintenance of drum mix plant at Asphaltum, Goragacha.** Estimated Cost **: Rs.2,93,364.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 180 Days.**

2. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-06/2024-25
Name of work **: Supply & fitting of vibrating screen, gear box, coupling etc. & other allied works for batch mix plant under Asphultum Goragacha.** Estimated Cost **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.9,800.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 27.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1) and 30.07.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.2).** Bid opening date for technical proposal **: 29.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1) and 01.08.2024 at 1.30 p.m. (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1) and 20.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Exe. Engineer (C)/Br-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/I/003/12/2024-2025
Name of work **: Restoration of Asphaltum Road at 22/34, 21/33/1, 22/172 etc. R.M. Road and other places in Ward No.003.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,97,103.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/I/003/44/2023-24/BS
Name of work **: Restoration of damaged bustee paver block passages at Control Goli, National Goli and different golies of Belgachia Bustee in Ward No.003.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,80,029.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 29.07.2024 at 9 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on **: 01.08.2024 at 9 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/WEST/MAINS/T-02/24-25
Name of work **: Restoration of filtered water supply by M.S. Jacketing on existing 400 M.M. Dia C.I. filter water main near 19A, Sarat Bose Road under Borough-VIII.** Estimated Amount **: Rs.1,90,233.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/WS/WEST/MAINS/T-01/24-25
Name of work **: Restoration of damaged portion of 300 MM Dia. reserve main along with other allied works on Gariahat Road near ITI College under Borough-VIII.** Estimated Amount **: Rs.1,97,795.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/WS/WEST/MAINS/T-03/24-25
Name of work **: Jacketing of the damaged portion of existing 900 mm dia F.W. PSC reserve main on 8, Ekdalia Road under Borough-VIII.** Estimated Amount **: Rs.2,10,859.00.** Earnest Money **: Rs.4,300.00.**

4. NIT NO. : KMC/WS/WEST/MAINS/T-04/24-25
Name of work **: Strengthening of existing 250 MM Dia C.I. filter water R/Main by M.S. Jacketing on Mominpur Road near Anju Sareng more under Borough-IX.** Estimated Amount **: Rs.1,87,015.00.** Earnest Money **: Rs.3,800.00.**

5. NIT NO. : KMC/WS/West/W70/BL/T-02/24-25
Name of work **: 4'' Dia. (100 MM) new filter water bulk meter connection at Tivoli Park Apartments Pvt. Ltd. Complex, 225B, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020.** Estimated Amount **: Rs.1,94,938.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 07 Days (for Sl.No.1 to 5).** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 24.07.2024 upto 1 p.m./26.07.2024 at 1.30 p.m. (for Sl.No.1 to 4) and 22.07.2024 upto 1 p.m./24.07.2024 at 1.30 p.m. (for Sl.No. 5).** The bid forms and other details are available from the website **: https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/11
Name of work **: Supply, delivery, fitting-fixing of different rating pressure gauges with necessary G.I. fittings at CWPS-II, Garden Reach Water Works.** Estimated Amount **: Rs.2,97,476.00.** Earnest Money **: Rs.5,950.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 07.08.2024 at 2 p.m./ 09.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/XIV/129/031/23-24/P&S
Name of work **: Maintenance of KMC Park Mohini Kunja & Small Park at J.J. Road & Park at Jyotinagar with Ancillary Civil Works in Ward No.129.** Estimated Cost (Incld.GST & CESS) **: Rs.4,97,721.52.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last date of Submission of Bid **: 24.07.2024 upto 11 a.m.** Tender will be opened on **: 26.07.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2024 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

223/ 24-25

ফ্যাশন- রূপচর্চা

আম্বানিবাড়ির ছোট ছেলের বিয়েতে দেখা নেই বিরাট ও অনুষ্কাকে 'প্রাইভেট পার্সন'

আম্বানিবাড়ির ছোট ছেলের বিয়ের মহোৎসব। আগামীকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বিশ্বের অন্যতম আলোচিত ও খরুচে এই বিয়ে। বলিউড তারকা ও ক্রিকেট তারকাদের হরহামেশাই দেখা যাচ্ছে প্রাক্‌বিবাহর বিভিন্ন আয়োজনে। সংগীতে সালমান খান, এম এস ধোনি, রণবীর সিং আর হার্ডিক পান্ডিয়ার নাচ ভাইরাল অন্তর্জালের দুনিয়ায়। আলিয়া ভাট আর রণবীর কাপুরও নেচেছেন। বাদ যাননি শাহরুখ খানগৌরি খান, স্টেজে নেচে উপস্থিত দর্শকদের বিনোদন দিয়েছেন এই জুটিও।

আরেক পাওয়ার কাপল রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনও দেখা দিয়েছেন। আম্বানিদের বাড়ির ভেতর তোলা ছবিতে দীপিকার আট মাসের বেবি বাম্পে হাত দিয়ে রেখেছে ওরি, পাশেই রায়েছে রণবীর সিং, এই ছবিও ভাইরাল অন্তর্জালের দুনিয়ায়। এদিকে দেখা নেই বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মা ও ভারতের ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির! বিয়ের পর থেকেই বলিউড থেকে একরকম বিরতি নিয়েছেন অনুষ্কা শর্মা। মন দিয়েছেন সংসারে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া জনসম্মুখে দেখা দেননি। সন্তান হওয়ার পর তিনি আরও বেশি করে চলে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। সংসারে দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের পর এই জুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন যথাসম্ভব আড়ালে রাখবেন। সন্তানদের একটা স্বাভাবিক জীবন দেবার চেষ্টা করবেন। 'ভালো' স্কুলে পড়াশোনা করাবেন। এই উদ্দেশ্যে এই পরিবার পাকাপাকিভাবে তল্পিতল্পাসহ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে সংসার পাততে চলেছেন। ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে বিরাট ও অনুস্কা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আছেন লন্ডনে। ফিল্ম কম্পানিয়নের বিনোদন সংবাদিক অনুপমা চোপড়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি আর বিরাট দুজনেই খুবই ''প্রাইভেট পারসন। সাধারণ জীবনযাপনে স্বচ্ছন্দ্য। আমরা জানি না এই বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে আমরা কী করব! খুবই অদ্ভুদ লাগে, অস্বস্তিও হয়। আমরা দুজন আসলে একই ব্যক্তি। বিষয়টি অনেকটা এ রকম যে আমি বিরাটের নারী ভার্সন আর বিরাট আমার (আনুশকার) পুরুষ ভার্সন।'এদিকে বিরাট কোহলি তো বলেই দিয়েছেন, ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর তাঁকে আর সেভাবে দেখাও যাবে না। তিনি পুরোপুরি পরিবারকে সময় দেবেন। সন্তানদের বড় হওয়া দেখবেন। বাবার ভূমিকা পালন করবেন। বিরাট বলেছিলেন, 'ক্রিকেটের পর্ব শেষ করে আমি ইউরোপের কোথাও চলে যাব। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। আমরা স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াতে পারব। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারব।' কেবল আম্বানিদের বিয়ের বিভিন্ন আয়োজনই নয়, এই জুটিকে পেশাগত কাজের বাইরে কোন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বলিউডের পুরস্কার বিতরণী বা বিভিন্ন ফ্যাশন উৎসবের লালগালিচায়ও দেখা যায় না। 'অযথা' ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে চান না এই দুজনের কেউই। তাই লাইমলাইটে অনুষ্ঠিত হতে থাকা আম্বানিবাড়ির বিয়ের বিভিন্ন আয়োজনে আন্তর্জাতিক তারকা, বরিউড তারকা, ভারতীয় ক্রিকেটার, উদ্যোক্তা ও ধনী ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি ভারতের এই 'পাওয়ার কাপল'কে।

শুধু পুষ্টিগুণেই নয়, ত্বকের যত্নেও রয়েছে আম

এখন আমের মৌসুম। শুধু পুষ্টিগুণেই নয়, ত্বকের যত্নেও আম অনন্য। যাঁদের ত্বকের ধরন শুষ্ক, তাঁরা আমের প্যাক ব্যবহারে পাবেন বিশেষ উপকার। তৈলাক্ত বা স্বাভাবিক ত্বকের যত্নেও আমের রয়েছে বিশেষ কার্যকারিতা। চাইলে আমের রস কিউব করে সারা বছর ফ্রিজে সংরক্ষণ রাখতে পারেন। হাতে খুব বেশি সময় না থাকলে আমের সঙ্গে কাঁচা দুধ মিশিয়েও প্যাক বানাতে পারেন। আম খাওয়ার পরপরই এর খোসা ফেলে দেওয়া হয়। একবার এই খোসা ত্বকে ঘষে দেখুন। প্রতিদিন ব্যবহারে ফলাফল পাবেন নিমেষেই। এ ছাড়া ত্বকের যত্নে আমের তৈরি আরও কিছু প্যাকের কথা বললেন হার্বস আয়ুর্বেদিক ক্লিনিকের রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।

আমের ক্বাথ ১ টেবিল চামচ নিন। সঙ্গে দুই চা-চামচ বেসন ও কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি শুষ্ক ত্বকে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ভালো করে জলেতে ধুয়ে মুখে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে ১ দিন ব্যবহার করুন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ১ টেবিল চামচ আমের ক্বাথের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। লেবুর রস ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর করতে সাহায্য করবে। স্বাভাবিক ত্বকের জন্য ১ টেবিল চামচ মসুর ডালের গুঁড়ার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমের ক্বাথ ও ১ টেবিল চামচ গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ভালো করে বেটে নিন।

মুখের ত্বকে এই প্যাক ২০ মিনিট লাগালেই যথেষ্ট। হাতের ত্বকের পরিস্কারক হিসেবেও আম বেশ কাজে দেয়। একটা আস্ত আমের সঙ্গে আধা কাপ চিনি ও একটা আস্ত লেবুর রস মিশিয়ে স্ক্র্যাবার হিসেবে হাতের ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন।

'জার্মানিতে দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হবে'

বার্লিন, ১৪ জুলাইঃ জার্মানিতে ২০২৬ সাল থেকে দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হবে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাটোর তিন দিনব্যাপী ৭৫তম শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন এ ঘোষণা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি এক যৌথ বিবৃতিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণাটি দেয়। ঘোষণা অনুযায়ী, জার্মানিতে পর্যায়ক্রমে টমাহক ক্রুজ, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল বা এসএম-৬ ও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব ক্ষেপণাস্ত্র আছে, সেগুলোর চেয়ে এসবের পাল্লা অনেক বেশি।এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিষিদ্ধ করে ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর আগে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। জার্মানিতে সর্বশেষ দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। এখন দেশটিতে নতুন করে আবার দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাশিয়া।'নতুন হুমকিকে সামরিকভাবে মোকাবিলা' করা হবে জানিয়ে রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বলেছেন, 'এটা ধারাবাহিক উসকানির একটি যোগসূত্রমাত্র।' ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে ভয় দেখাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন এই রুশ মন্ত্রী।

যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ন্যাটো ও ইউরোপের সমন্বিত প্রতিরোধের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিজের মাটিতে দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ন্যাটো সম্মেলনে জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র চায়, আমরাও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি ও সংগ্রহ করি। এ বিষয়ে জার্মানি ও ইউরোপের অন্য দেশগুলোকে উৎসাহ দিতেই যুক্তরাষ্ট্র এটি করেছে।' পিস্টোরিয়াস বৃহস্পতিবার পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স, ইতালি ও পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে একটি পত্রে স্বাক্ষর করেন। এতে ইউরোপে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কথা বলা হয়েছে। দ্য ইউরোপিয়ান লং রেঞ্জ স্ট্রাইক অ্যাপ্রোচ (ইলসা) এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করবে। এদিকে জার্মানির বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মাটিকে দূরপাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের জোট সরকারের শরিক গ্রিন পার্টি বা দ্য গ্রিনসের মুখপাত্র সারা নান্নি ক্ষোভে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে চাননি। তিনি জার্মানির সংবাদমাধ্যম রাইনিশে পস্টকে বলেছেন, 'এ সিদ্ধান্ত আতঙ্ক ছড়াবে। গুজব ও উসকানিতে ঘি ঢালবে।'

৭৭ জন ব্যবসায়ীর হাতে রফতানি ট্রফি তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

ঢাকা, ১৪ জুলাইঃ ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখায় এবার ৭৭টি প্রতিষ্ঠানকে রফতানি পদক দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬টি প্রতিষ্ঠান জাতীয় রফতানি পদক এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রফতানি ট্রফি' দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আজ রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও সম্মাননা তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি টিপু মুনসি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম। উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যসচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সব খাত মিলিয়ে সর্বোচ্চ রফতানি আয় অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রফতানি ট্রফি শিরোনামে একটি বিশেষ ট্রফির (স্বর্ণ) পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে মোট ২৯টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ২১টি ব্রোঞ্জ ট্রফি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রফতানিতে ২০২১২২ অর্থবছরে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রফতানি ট্রফি পেয়েছে হামিম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড। হামিম গ্রুপের পরিচালক সাজিদ আজাদের হাতে এই ট্রফি তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৈরি পোশাক খাতের এই প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের রফতানির জন্যও বঙ্গবন্ধু রফতানি ট্রফি পেয়েছিল।

এছাড়াও এবার বিভিন্ন পণ্য ও খাতভিত্তিক জাতীয় রফতানি ট্রফিপ্রাপ্তদের মধ্যে হামিম গ্রুপের আরও দুই প্রতিষ্ঠান অ্যাপারেল গ্যালারি তৈরি পোশাক (ওভেট) ক্যাটাগরিতে রৌপ্য ট্রফি এবং হামিম ডেনিম লিমিটেড টেক্সটাইল ফেব্রিক্স রৌপ্য ট্রফি ট্রফি পেয়েছে।জাতীয় রফতানি ট্রফির আওতায় তৈরি পোশাকের ওভেন ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক উইন্ডি অ্যাপারেলস এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে চিটাগাং এশিয়ান অ্যাপারেলস। নিটওয়্যার ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পেয়েছ লিবার্টি নিটওয়্যার। রৌপ্য ডিভাইন ইন্টিমেটস এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে ফ্লামিংগো ফ্যাশন।

সব ধরনের সুতা ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ বাদশা টেক্সটাইলস, রৌপ্য স্কয়ার টেক্সটাইল এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে কামাল ইয়ার্ন। টেক্সটাইল ফেব্রিক্সে হামিম ডেনিম লিমিটেডের রৌপ্য পদকের পাশাপাশি স্বর্ণপদক নাইস ডেনিম মিলস এবং ব্রোঞ্জ পেয়েছে ফোর এইচ ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং। হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল খাতে স্বর্ণ জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স, রৌপ্য মমটেক্স এক্সপো এবং ব্রোঞ্জ পদক এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ)। টেরিটাওয়েলে স্বর্ণ নোমান টেরিটাওয়েল মিলস এবং রৌপ্যপদক পেয়েছে এসিএস টাওয়েল।

কনজারভেটিভ দলের ভরাডুবির কি কি কারণ রয়েছে

ওয়াসিংটন,১৪ জুলাইঃ ২০১০ সাল থেকে টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিভ বা টোরি পার্টি ১৮৩২ সালের পর এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি। অবশ্য ২ মে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের পর ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গতকাল ৪ জুলাইয়ের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটিই প্রমাণিত হলো। নির্বাচনে দলটির প্রবীণ কয়েকজন মন্ত্রীসহ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাসেরও পরাজয় ঘটেছে।

একটানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের বিরক্তি ভাব তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ব্রেক্সিটপরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে আয়ের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে ব্যাংকের সুদহার ও ঘরভাড়া। কিন্তু সরকার এসব সমস্যায় কার্যকর কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্রেক্সিট

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের প্রস্থানের সিদ্ধান্ত কনজারভেটিভ পার্টি ও দেশটির জন্য ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০১৬ সালে ব্রেক্সিট গণভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কনজারভেটিভরা ব্রেক্সিটের বাস্তব সুবিধাগুলো জনগণের সামনে নিয়ে আসতে পারেনি। উপরন্তু যুক্তরাজ্যে তখন থেকেই ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরেবাইরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। টেকসই নেতৃত্বের সংকটের কারণে গত ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক জরিপগুলো ইঙ্গিত করে যে ইইউতে পুনরায় যোগ দিতে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা এখনো ব্রেক্সিট সমর্থনকারীদের চেয়ে বেশি, যা ব্যাপকভাবে যুক্তরাজ্যের জন্য একটি অর্থনৈতিক ভুল হিসেবে বিবেচিত হয়।

অবৈধ অভিবাসননীতি

ফরাসি উপকূল থেকে ছোট নৌকায় করে অবৈধভাবে আসা অভিবাসন ঠেকাতে কনজারভেটিভ পার্টির কোনো পদক্ষেপ কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারেনি। অবৈধ অভিবাসীদের রুয়ান্ডা পাঠানোর পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে পারেনি তারা। বরং যুক্তরাজ্যে আসা বিদেশি ছাত্র ও কর্মীদের একের পর এক কঠিন শর্তের বেড়াজালে ফেলে অবৈধ হতে অনেকটা বাধ্য করেছে টোরি সরকার। নেট মাইগ্রেশন বছরে এক লাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতিও বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি তারা। এসব পদক্ষেপের কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি, যার ফলে ভোটারদের মধ্যে হতাশা বেড়েছে।

কোভিড বিশৃঙ্খলা

কোভিড মহামারির শুরুতে সঠিক সময়ে লকডাউন ঘোষণা না করে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য সাধারণ জনগণ কনজারভেটিভ পার্টিকে দায়ী করে। এ জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে একটি তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে হয়েছে। লকডাউন চলাকালে ডাউনিং স্ট্রিটের পার্টির খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জনগণের ক্ষোভ বেড়ে যায় এবং জনগণ কনজারভেটিভ পার্টির ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

স্বাস্থ্য খাতে বিশৃঙ্খলা

২০১০ সালে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা (এনএইচএস) উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়েছে। করোনা মহামারি চলাকালে ক্যানসার, হার্ট, কিডনি রোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়ে সেসব রোগীদের অ্যাপয়েনমেন্ট বাতিল করে দিয়েছিল এনএইচএস। এতে অনেক রোগীকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঘন ঘন ধর্মঘটের কারণে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হওয়ার দায়ও কনজারভেটিভ পার্টির ওপরে দিয়েছে সাধারণ মানুষ।

অর্থনৈতিক মন্দা

ব্রেক্সিট গণভোটের পরপরই আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন যুক্তরাজ্যের সাধারণ মানুষ। মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় অনেক পরিবারের জন্য শেষ ইচ্ছা পূরণ করাও ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছিল। সমালোচকেরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারের নীতিগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধনীদের পক্ষে ছিল এবং বৃহত্তর জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে বরিস জনসনের পদত্যাগের পর ৪৯ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া লিস ট্রাসের মিনি বাজেট এতটাই আর্থিক অশান্তি সৃষ্টি করেছিল যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ব্রিটিশ পাউন্ড ইতিহাসের রেকর্ড পরিমাণ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত মেয়াদ কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি জনগণের আস্থাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই অসন্তোষ কনজারভেটিভ পার্টির সমর্থনকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং তাদের নির্বাচনী পতনে অবদান রেখেছে।

সর্বশেষ পররাষ্ট্রনীতিতে মার্কিন নেতৃত্বের অনুসরণে সুনাকের নেতৃত্বাধীন টোরি সরকার ইউক্রেনকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হিংস্রতায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। এই পদক্ষেপগুলো অনেক ভোটারকে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, যার প্রমাণ গতকালের ফলাফলে উঠে এসেছে। কনজারভেটিভ পার্টির পরাজয়ের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রথম ও একমাত্র ইংরেজি দৈনিক ডেইলি ডেজলিং ডনএর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক মুনজের আহমদ চৌধুরী বলেন, কনজারভেটিভ টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকায় ভোটারদের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। লেবার পার্টি বা দলটির নেতা অনেক ক্ষেত্রে এককভাবে দেশজুড়ে জনপ্রিয় না হলেও মানুষ কনজারভেটিভের বিকল্প বড় দল হিসেবে লেবারকে ভোট দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে উগ্র ডানপন্থার যে উত্থান, সেটিও কনজারভেটিভের এ বিপর্যয়ের বড় কারণ। কনজারভেটিভের একটি ভোটারশ্রেণি ডান থেকে নাইজেল ফারাজের উগ্র ডানপন্থায় ঝুঁকে গেছে। এবার আটবারের চেষ্টায় নাইজেল প্রথমবার এমপি হতে পেরেছেন, তাঁর দল সামগ্রিকভাবে দেশজুড়ে উল্লেখযোগ্য ভোট ও চারটি আসন পেয়েছে। এ ভোটগুলো কনজারভেটিভের। ডেগেনহাম ও রেইনহাম শাখা কনজারভেটিভ পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেওয়ান মাহদি বলেন, ব্রেক্সিট-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা, করোনা মহামারি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব পড়েছে যুক্তরাজ্যের ওপর। যার কারণে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়েছে। ফলস্বরূপ, দেশটি ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, সংকুচিত পরিবারের বাজেট এবং বাসস্থানের দামে আকাশ ছুঁয়েছে। কনজারভেটিভ পার্টি এই আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য লড়াই করেছিল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যাপক অর্থনৈতিক অসন্তোষ কনজারভেটিভ পার্টির সমর্থন হ্রাস করে, তাদের নির্বাচনী পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Name Change
I, RABIYA MOLLA AND RABIA BEGUM, DAUGHTER OF SEKH MOHAMMAD ISRAIL, WIFE OF MOHAMMAD ZAFAR ALI MOLLA, RESIDING AT MAJHERAINT, KUMIRMORA, CHANDITADA, HOOGHL-712704, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIA BAGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/07/2024. THAT RABIYA MOLLA AND RABIA BEGUM ALSO RABIA BAGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SARALA, W/O TEJ BAHADUR CHETTRI, R/O ROCK WOOD CHOTA KAKJHORA , DARJEELING, PIN-734101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISHNU CHETTRI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT SARALA AND BISHNU CHETTRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MUSTAQUE, S/O AHMED HOSSAIN, R/O 10/2/H/12, KABITIRTHA SARANI, PO KHIDDIRPORE, PS WATGUNGE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSHTAQUE AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT MD MUSTAQUE AND MUSHTAQUE AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I IBRAR KHAN (OLD NAME), S/O MD USMAN MIA, R/O 30, MANJHI BASTI DIGWADIH, PS- JORAPOKHAR,DIST-DHANBAD,STATE-JHARKHAND, PIN-828110, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IBRAR KHAN(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/07/2024, THAT IBRAR KHAN AND MD IBRAR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, ANUP KUMAR GHOSH (পুরাতন নাম) পিতা LATE THAKUR PRASAD GHOSH , ঠিকানা- GROUND FLOOR, FLAT-1, 15/9, RABINDRA SARANI, PO- RABINDRANAGAR, PS- NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700065, WEST BENGAL,INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে ANUP GHOSH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। ANUP GHOSH (নতুন নাম) এবং ANUP KUMAR GHOSH (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I Nasiruddin Mallick and Mohammed Nasiruddin Mallick, Son of Jamaluddin Mullick, residing at Banharishpur, Panchla, Howrah-711322, West Bengal, Shall Hence forth be Known as Md Nasiruddin Mullick Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 12/07/2024. That Nasiruddin Mallick and Mohammed Nasiruddin Mallick and Md Nasiruddin Mullick Both are The Same and One Identical Person.

Name Change
I Tanjila Mallick, SWife of Md Nasiruddin Mullick, residing at Banharishpur, Panchla, Howrah-711322, West Bengal, Shall Hence forth be Known as Tanjila Mullick Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 12/07/2024. That Tanjila Mallick and Tanjila Mullick Both are The Same and One Identical Person.

Name Change
I, Nazmasroor Alias Naaz Masroor (Old Name) W/o Masroor Alam Residing at 66, Phears Lane, Bowbazar, Kolkata-700012, W.B. shall henceforth be known as Naz Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-07-2024. Nazmasroor , Naaz Masroor (Old Name) and Naz Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Tazeen Shahla Alias Tazim Shehla (Old Name) D/o Modh Abdul Moquir & W/o. Naushad Iqbal Residing at 37, Robert Street, Bowbazar, Kolkata-700012, W.B. shall henceforth be known as Tazeen Shala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-07-2024. Tazeen Shahla , Tazim Shehla (Old Name) and Tazeen Shala (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,BARNALI BANERJEE DEY,WIFE OF KAUSHIK DEY, RESIDING AT TRITIYA B 403,APONALOY HOUSING COMPLEX, PO & PS-MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700129, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARNALI BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT, NORTH24PARGANAS ON 24/06/2024.THAT BARNALI BANERJEE DEY AND BARNALI BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ADITI DAS (JANA), D/O MANORANJAN DAS,W/O ANJAN JANA,R/O 34/2/1, BALAI MISTRY LANE,PO-B. GARDEN, PS-SHIBPUR,HOWRAH-711103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADITI DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 03/07/2024,THAT ADITI DAS (JANA) AND ADITI DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK JALALUDDIN, S/O SAHADAT ALI, R/O VILL SHRIRAM BATI, PO MAGURA, HOOGHLY RURAL, PIN-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JALALUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/07/2024, THAT SK JALALUDDIN AND JALALUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Dinesh Mandal S/O Dilip Kumar Mandal, declare that my minor daughter said name Ritu Dinesh Mandal (old name), residing at T-33, Flat-2A, Genexx Valley, Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, INDIA, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Ritu Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/07/2024. Ritu Mandal (new name) and Ritu Dinesh Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change
I SAHINUR MALLICK & SAHINUR BIBI,W/O SAHABUDDIN MOLLICK, R/O VILL JUGDIA , PO JUGDIA, PS MAGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHINUR MOLLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/07/2024, THAT SAHINUR MALLICK & SAHINUR BIBI AND SAHINUR MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAHABUDDIN MALLICK,S/O MOBARAK ALI MOLLICK, R/O VILL & PO JUGDIA, PS MAGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS,PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHABUDDIN MOLLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/07/2024, THAT SAHABUDDIN MALLICK AND SAHABUDDIN MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AYAZ RAHMAN MALLIK, S/O SAHABUDDIN MOLLICK, R/O VILL & PO JUGDIA, PS MAGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS,PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AYAZ RAHAMAN MOLLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/07/2024, THAT MD AYAZ RAHAMAN MOLLICK AND AYAZ RAHMAN MALLIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRANAB KUMAR MONDAL (OLD NAME), S/O LATE PANCHANAN MANDAL,R/O VILL & PO-SRINARAYANPUR,PS-DHOLAHAT, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743399, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB KUMAR MANDAL(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/07/2024,THAT PRANAB KUMAR MONDAL AND PRANAB KUMAR MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের দিন ঘোষণা

ঢাকা, ১৪ জুলাই ঃ ঘোষণা হয়েছে 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের দিন। ঢাকায় আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে দেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ এবং ২৮ জুলাই অনুষ্ঠেয় 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪'-এর উদ্বোধন হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এশিয়ার দ্রুতবর্ধনশীল সম্ভাবনার বাজারগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকো-সিস্টেমকে আরও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, 'স্মার্ট বাংলাদেশঃ এন্ডলেস পসিবিলিটিজ' থিম নিয়ে দ্বিতীয় বছরের মতো আয়োজন হচ্ছে 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট'। আইসিটি বিভাগের সেক্রেটারি এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালন পর্ষদের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এছাড়াও আয়োজকদের দিক থেকে উপস্থিত ছিলেন স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সামি আহমেদ, সামিটটির ইভেন্ট পার্টনার উইন্ডমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাব্বির রহমান তানিম, কম্যুনিকেশন পার্টনার এশিয়াটিক মাইন্ডশেয়ার লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোরশেদ আলম এবং ম্যানেজিং পার্টনার তাসনুভা আহমেদ টিনা-সহ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। এছা।াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাওয়ারড বাই স্পন্সর এসবিকে টেক ভেঞ্চারস থেকে ফাউন্ডার অ্যান্ড ম্যানেজিং পার্টনার, সোনিয়া বশির কবির এবং সিইও অব এক্সেলারেট হার, মুনজারিন মাহবুব অবনি প্রিমিয়াম স্পন্সরদের মধ্য থেকে ' প্রবাসী লিমিটেড'-এর সিইও অ্যান্ড কো-ফাউন্ডার নামির আহমেদ নুরি এবং বিজনেস অপারেশন লিড, আহসানুল হক আদনান নেক্সট ভেঞ্চারস-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সৈয়দ আবদুল্লাহ জায়েদ এবং চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার সৈয়দ আবদুল্লাহ গালিব। অনুষ্ঠানটি সামি আহমেদের স্বাগত বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়। তার পর সামিট ইভেঃটের প্ল্যান এবং ডিজাইনের দিকগুলো নিয়ে আগত অতিথিদের সেখানে বিস্তারিত ধারণা দেন উইন্ডমিল-এর সাব্বির রহমান তানিম। দেশের বাইরে থেকে বিজনেস ও স্টার্টআপ জগতের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং ইনভেস্টর অর্গানাইজেশনগুলো ইভেন্টে অংশ নিতে আসছেন, সে বিষয়েও জানানো হয়। মাইন্ডশেয়ার-এর মোরশেদ আলম তার বক্তব্যে, 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪' সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন, সেই সাথে ইভেঃটর আগে-পরে এবং সমস্ত আয়োজন চলাকালে পুরো সামিটের বিষয়ে আগ্রহী এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিক সহ সব মহলকে যথাযথভাবে অবগত করার পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট-এর ২০২৩ সালের ব্যাপক সাফল্যের ধারাবাহিকতায়, এ বছরের আয়োজনটি আন্তর্জাতিক কম্যুনিটির কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পেয়েছে। ১০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী নিয়ে বিশ্বব্যাপী দ্বিগুণ হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা। সামিটে ৫৫ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং বিনিয়োগ সংস্থার পাশাপাশি বহু সংখ্যক অ্যাঞ্জেল বিনিয়োগকারী, স্টার্টআপ উসাহী এবং আন্তর্জাতিক স্টার্টআপ হোস্ট করবে। ভারতের ইউনিকর্ন স্টার্টআপ আপগ্রেড-এর এমডি মিস্টার মায়াঙ্ক, সিলিকন ভ্যালির গ্লোবাল স্টার্টআপস, বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতাদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিঃরা মূল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থাকবেন। সারা বিশ্ব থেকে ১০০ জনেরও বেশি প্রসিদ্ধ বক্তা, ৩০ আকর্ষণীয় সেশনের প্রতিশ্রুতি এই আয়োজনকে আঞ্চলিক স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেঃট পরিণত করেছে। সামিটে এআই অ্যান্ড টেকনোলজি, স্টার্টআপ এডুকেশন, দ্য আর্ট অব ফান্ডরেইজিং, ফিনটেক, এডটেক, ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি, ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেঃট, লজিস্টিকস, মোবিলিটি অ্যান্ড ই-কমার্স, আরএমজি শোকেসিং এবং ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিটেক-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কভার করে সেশনের আয়োজন থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য দিনব্যাপী শোকেস, প্রশিক্ষণ সেশন, নীতি আলোচনা এবং নেটওয়ার্কিং সুযোগ থাকবে। ইভেঃটটি বাংলাদেশ স্টার্টআপ আউটলুকের একটি উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে। এর পর 'লেভারেজিং এআই ইন বাংলাদেশ টুডে অ্যান্ড দ্য নেক্সট ফাইভ ইয়ারস'-এর সাথে এআই-এর ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া 'দ্য আর্ট অব ফান্ডরেইজিং' এবং 'ফিউচার অব লার্নিং' আলোচনার মাধ্যমে কভার করা হবে। বৈদ্যুতিক যানবাহন, কৃষি-প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ফিনটেক নিয়ে শিল্প-নির্দিষ্ট আলোচনা করা হবে। স্টার্টআপদের জন্য এআই-সক্ষম টেক প্রডাক্ট তৈরি করার এবং কার্যকরভাবে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নেভিগেট করার নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকবে। নির্বাচিত স্টার্টআপগুলো সরাসরি অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের কাছে পিচ করার সুযোগ পাবে, যা তাদের বিনিয়োগ এবং সহযোগিতার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সামি আহমেদ দুই দিনব্যাপী সামিট-এর সুযোগ-সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দুদিনের সামিট থেকে এছাড়াও যা তাঁদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বৃদ্ধি এবং স্কেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডিং সংগ্রহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। দুদিনের সামিট থেকে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের সেরা দিকগুলো দেখার সাথে সাথে বিশ্বের শীর্ষ স্টার্টআপ লিডারদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবেন। স্টার্টআপ ফাউন্ডাররা, ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের কাছ থেকে মার্কেটের সাম্প্রতিক অবস্থা, ব্যবসায়িক কৌশল এবং স্কেলিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগের মাধ্যমে, উদ্যোক্তারা তাঁরা নেটওয়ার্কিঙের সুযোগ পাবেন, কার্যকর ফান্ডিং স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা পাবেন। তিনি জানান, এছাড়াও এক জায়গাতেই বহু সংখ্যক স্থানীয় এবং বৈশ্বিক ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের সাথে সংযোগের অনন্য সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বৃদ্ধি এবং স্কেলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডিং সংগ্রহের সম্ভাবনা বা।য়ে দেবে। সকল সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা, তাদের আইডিয়াগুলোকে ইকোসিস্টেম লিডারদের সহায়তায় বাণিজ্যিক সমাধানে পরিণত করতে শিখবে। এই সামিটটি স্টার্টআপ বাংলাদেশের একটি ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের প্রবৃদ্ধির গল্প এবং অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরবে। মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উদ্যোগটির প্রশংসা করে বলেন, ' স্টার্টআপ সামিট ২০২৪' আমাদের উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমের বৈশ্বিক সম্ভাবনার একটি অনন্য সাক্ষ্য। উদ্ভাবক, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করে, ক্রমবর্ধমান স্টার্টআপ অঙ্গনে বাংলাদেশ নিজের অগ্রণী অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এই সামিটটি আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি এবং প্রচারকে ত্বরান্বিত করে, নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা চেতনাকে উদ্দীপ্ত করবে। সামিটটি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্ঞান বিনিময় সহজতর এবং স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। এটি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করবে। আমরা একসাথে বৈশ্বিক স্টার্টআপ ল্যান্ডস্কেপে বাংলাদেশকে অগ্রগণ্য অবস্থানে নিয়ে যেতে কাজ করে যাব। 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪' ইভেন্টটিতে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাথে সিগনেচার স্পন্সর সুইস অ্যাম্বাসি, কম্যুনিকেশন পার্টনার মাইন্ডশেয়ার, ইভেন্ট পার্টনার উইন্ডমিল, ইকোসিস্টেম ইন্যাবলার পার্টনার ইয়ুথ কোঃ ল্যাব, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারকন্টিনেন্টাল, নলেজ পার্টনার লাইটক্যাসেল এবং রেজিস্ট্রেশন পার্টনার সহজ সম্পৃক্ত আছে। 'বাংলাদেশ স্টার্টআপ সামিট ২০২৪' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনার আসন সংরক্ষণের জন্য, ভিজিট https:www.startupsummit.gov.bd, এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে এবং নিয়মিত আপডেটের জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন উদ্যোক্তারা।

ফের নদীয়ার শান্তিপুরে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় বলি দুই

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১৪ জুলাই ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে আজ ভোরে নদীয়ার শান্তিপুর থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ফুলিয়া বাসস্ট্যান্ডে। সূত্রের খবর, একজন বাস ধরার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন এবং অপরজন সকালে মর্নিং ওয়ার্ক করতে বেরিয়েছিলেন। সে সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের দুজনকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই দুই ব্যক্তির। জানা যায় মৃত একজনের নাম সুরজিৎ ঘোষ বাড়ি ফুলিয়া বুইচাঘাট পাড়া এলাকায়। এবং অপর ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা চলে আসে ফুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ প্রশাসন ও শান্তিপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে করে নিয়ে যায় পুলিশ। সূত্রের খবর, রানাঘাটের দিক থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল একটি চারচাকা পিকআপ ভ্যান, সেই সময় ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাস যাত্রী ও অপর এক ব্যক্তিকে পিষে দিয়ে চলে যায়। গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

মুর্শিদাবাদে নদীতে নেমে তলিয়ে গেল ৪ শিশু, মৃত্যু ১

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। নিখোঁজ আরও এক শিশু। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের লালখানদিয়ারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্নান করতে নামে চার শিশু। আর তারপর আচমকাই তলিয়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় তিনজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধার হওয়া শিশুদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর এক শিশু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। নদীতে ওই শিশুর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হবার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সালুগাড়া এলাকার একটি ধাবার সামনে পুলিশের কাছে খবর আসে প্রায় ৮ থেকে ১০ জন ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। সেইমতো ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশকে দেখে বাকিরা পালিয়ে গেলেও চারজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় ভক্তিনগর থানার সদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতরা হল সুরজ মাহাতো ২৮ বছর বয়স ইস্টার্ন বাইপাস জঞ্জালজট ৩০ রোড এলাকার বাসিন্দা, প্রেমেন্দ তামাং ২৮ বছর বয়স দ্বারা গাঁওয়া রঙলিত বাসিন্দা, সাহিল হোসেন ১৯ বছর বয়স ইসলামপুরের বাসিন্দা, টুবাই চন্দ ৩৩ বছর বয়স আশিঘরের বাসিন্দা। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে অভিযানে নামলো তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, ফুলেশ্বরী, ১৪ জুলাই ঃ ফুলেশ্বরী এলাকায় দিন দিন বাড়ছে মদ ও নেশার আসর। এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি ২৪ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। জানা গিয়েছে এদিন সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী লাগোয়া রেললাইনে ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রতুল চক্রবর্তী সঙ্গে নিয়ে অভিযান নামলো যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এলাকায় দিন দিন গজে ওঠা অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন তারা। এদিন এ বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রতুল চক্রবর্তী জানান, ফুলেশ্বরী এলাকার রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় দিনের পর দিন অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে উঠছে। এর আগেও বহুবার রেল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারকে জানানোর পর গ্রেফতারও হয়েছে বেশ কয়েকজন। তবে এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ নজর দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

কুয়োর ঝাঁপ দিয়েও প্রাণে বাঁচলেন মা, মৃত্যু চার সন্তানের

ভোপাল, ১৪ জুলাই ঃ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। অপমান সহ্য না করতে পেরে চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন। তার পরেই কুয়োয় ঝাঁপ দেন এক মহিলা। প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু, বাঁচানো যায়নি বাচ্চিদের। চার শিশুর প্রাণ গিয়েছে কুয়োর জলে ডুবে। রবিবার রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুগনা বাঞ্চি নামে বছর ৪০-র এক মহিলাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। কিন্তু তাঁর চার সন্তানই মারা গিয়েছে। ১১ বছরের অরবিন্দ, নয় বছরের অনুষা, ছয় বছরের বিট্টু এবং তিন বছরের কার্তিকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সুগনার সঙ্গে তাঁর স্বামী রোদুর অশান্তি হয়েছিল শনিবার। তার পরেই চার সন্তানকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই মহিলা। শনিবার চার সন্তানকে নিয়ে প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধর

দুরন্ত বার্তা, ফকিরবাগান, ১৪ জুলাই ঃ চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধর(হাওড়া বাঁকরা তদন্তকেন্দ্রের ফকিরবাগান এলাকার ঘটনা)। গতরাতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলো ওই ব্যক্তি। স্থানীয়দের দাবি এলাকার একটি বাড়িতে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো। সেই সময় ধরে ফেলা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। পুলিশের সামনেই মারধর করা হয়। বাঁকরা তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ সূত্রে জানা গেছে কোনো অভিযোগ হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের নাকা চেকিং

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে শনিবার রাতে নাকা চেকিং করা হল। এদিন রাতে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক হাইওয়ে ট্রাফিক ও ময়নাগুড়ি থানার যৌথ উদ্যোগে ময়নাগুড়ির হাইওয়ে, ট্রাফিক মোড় সহ বিভিন্ন রাস্তায় ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের উপস্থিতিতে এই নাকা চেকিং করা হয়। অধিক রাত পর্যন্ত এই নাকা চেকিং চলে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ আটকাতেই এই উদ্যোগ। ছোটো বড় সমস্ত ধরনের গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। যদিও তেমন কোনো কিছু উদ্ধার হয়নি ময়নাগুড়িতে।

সিতাই থেকে এক মহিলাকে গ্রেফতা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুলাই ঃ অর্থ পাচার কাণ্ডে সিতাই থেকে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল অরুণাচল প্রদেশের পুলিশ। কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়। আরোও জানা যায় সিতাইয়ের বড় আদাবাড়ি গ্রামের বিউটি দাস নামে বছর ৫৩ এর এক মহিলার নামে অর্থ পাচারের লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। এরপর গত ২ জুলাই অরুণাচল প্রদেশ থেকে পালিয়ে বিউটি দাস নামের ওই মহিলা পালিয়ে সিতাই বড় আদাবাড়িতে নিজের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এরপর অরুণাচল প্রদেশের পুলিশ কোচবিহার জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই মহিলা কে সিতাই থেকে গ্রেফতার করে।

মেটালি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১৪ জুলাই ঃ চা বাগানে ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানের ঘটনা। বাগানে পাতা খাঁচায় রবিবার ওই চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। জানা গেছে, এদিন স্থানীয়রা ওই এলাকায় চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পেয়ে দেখে একটি চিতাবাঘ খাঁচার ভেতরে আটকে পড়েছে। খবর দেওয়া হয়.বন দফতরের খুনিযা. স্কোয়াড়ে। খুনিয়া স্কোয়াড়ের বনকর্মীরা এসে খাঁচা-সহ চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিনই সেটিকে গরুমারা অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

লেকটাউনে প্রতিস্থাপন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ আগামী ২০ জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে লেকটাউনের বাঙুরে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিস্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন এবং দায়িত্বভার পালন করবেন প্রাক্তন সভাপতি শ্যামল ধর। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিথ থাকতে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হচ্ছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যারাথন বৈঠক, সিলেবাসের বোঝা লাঘব করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ২৫টি কলেজের স্নাতকস্তরের প্রথম সিমেস্টারের হতাশাজনক হয়েছে। সেই ফলাফলের জট কাটাতে উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক করেন। প্রায় চার ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকে হয় বলে জানা গিয়েছে। পড়ুয়াদের ক্লাসমুখী করা, সিলেবাস সহ নানা জট কাটানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অধ্যক্ষরা সর্বসম্মতভাবে পড়ুয়াদের হাজিরা নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক চালু করার বিষয়ে সহমত প্রকাশ করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এবার সর্বাধিক চারটি বিষয়ে পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করা যাবে। এর আগে মাত্র দুটি বিষয়ে আবেদন করা যেত। আবেদনের ফি কমানো হবে। অধ্যক্ষদের অনুমান এর ফলে প্রথম সিমেস্টারে কৃতকার্যের সংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশের বেশি হতে পারে। নিয়মের মধ্যে থেকে গ্রেসমার্ক দিয়ে যতটা সম্ভব ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাশ করান যায় সেই বিষয়টি দেখা হবে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজি দাস জানিয়েছেন, 'এই বৈঠক যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এই প্রথম এই ধরনের বৈঠক হল। পুনর্মূল্যায়নে শিথিলতা আনা হয়েছে। পড়ুয়াদের ক্লাসমুখী করার জন্য বায়োমেট্রিক বসানোর প্রস্তাব দিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির বৈঠকে তাঁরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের হাজিরার উপরে ফর্ম ফিলআপ নির্ভর করবে। সিলেবাস সরলীকরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষকের অভাব রয়েছে এমন কলেজে, বেশি শিক্ষক আছেন এমন কলেজ থেকে নিয়ে গিয়ে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিএমসিপির জেলা সভাপতি প্রসূন রায়। তিনি বলেন, 'কলেজে উপস্থিতি উপরে এবার তাদের পরবর্তী সিমেস্টারে ভর্তি নির্ভর করবে। রুটিন প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সিলেবাসের বোঝা লাঘব করা হবে। আমরা সব রকম সহযোগিতা করব।'

খুচরো বাজারে এখন আলুর দাম বাড়ছে কেন? প্রশ্ন চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ১৪ জুলাই ঃ একসময় পাইকারদের কাছে ১০ টাকা দিয়ে আলু বিক্রি চাষিরা। এখন তাঁর নিজেরা বাড়িতে খাওয়ার জন্য বাজার থেকে আলু কিনে নিয়ে আসছেন ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে। ফালাকাটার শিশাগোড়ের এক চাষি চার বিঘা জমি আলু চাষের জন্য লিজ দিয়েছিলেন। প্রতি বিঘায় চার হাজার টাকা করে চার মাসে ১৬ হাজার টাকা তাঁর ঘরে বসে হাতে এসেছে। তবে নিজে আলুর চাষ করতে পারেননি। কারণ, চার বিঘাতে আলু চাষ বাবদ খরচ এক লক্ষ টাকা। এত টাকা কোথায় পাবেন তিনি। আবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পারপাতলাখাওয়ার অন্য একজন নিজেই ৫ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন ঠিকই, তবে পরবর্তী চাষের খরচ টানার জন্য তখনই তাঁকে ১০ টাকা প্রতি কেজি আলু বিক্রি করতে হয়। এখন তাদের ৩৫-৪০ টাকা কেজি আলু কিনতে হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক চাষি আলু চাষই করতে পারছেন না। আবার যাঁরা চাষ করছেন, তাঁরা যে দামে আলু বিক্রি করছেন, তা খুচরো বা পাইকারি বাজারে যে দর মেলে তার থেকে অনেক কম। দেখা যাচ্ছে, এক শ্রেণির ব্যবসায়ী লগ্নি করে অধিকাংশ আলু বেশি মুনাফার উদ্দেশ্যে অসম, ত্রিপুরা, বিহারে পাঠাচ্ছেন। তবে খুচরো বাজারে আলুর দাম বা।ার ক্ষেত্রে এই ব্যবসায়ীদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বলে আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবি। তাছাড়া খুচরো বাজারে আলুর দাম সরকার নিয়ন্ত্রণ করুক, এমনটা সমিতিও চাইছে। কিন্তু এই দাম বাড়ার সঙ্গে আলু পাঠানো বন্ধ করলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চাষিদের উপরেও কোপ পড়বে। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য তথা ফালাকাটা আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অবশ্য ভিনরাজ্যে আলু চালানের কথা মানছেন। তাঁর কথায়, ' জেলায় যে পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয় তার ৭৫ শতাংশই উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, ত্রিপুরা ও কিছুটা বিহার, কলকাতায় পাঠানো হয়। কারণ, জেলায় চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি আলুর চাষ হয়। আলুই এখানে মূল অর্থকরী ফসল। আর বাইরে চাহিদা থাকলেই চাষিরা আলুর দাম পান। ভিনরাজ্যে চাহিদাও দিন-দিন বাড়ছে।'ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, ২০১৪ সালেও একবার বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেবার ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চাষিদেরও ক্ষতি হয়েছিল। তাই এবার যাতে ওরকম পরিস্থিতি না সেই আবেদন জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। তবে আলু বাইরে পাঠানো যাবে না, এখন কোনও নির্দেশ আসেনি বলেই আরএমসির জেলা আধিকারিক জানিয়েছেন। এদিকে, সাধারণ চাষিদেরই প্রশ্ন, তাহলে খুচরো বাজারে এখন আলুর দাম বাড়ছে কেন? চাষিদের কথায়, 'তারা তো হিমঘরে আলু মজুত রাখতে পারিনি। তখন আলু বিক্রির টাকা দিয়েই ভুট্টা সহ অন্যান্য চাষ করি। এখন সেই আলুই ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে কিনে খেতে হচ্ছে।' আর ভবানীপ্রসাদদের মতো চাষিরা তো ব্যয়বহুল বলে আলুর চাষই ছো। দিয়েছেন।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN: U70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7,P.K Tagore Street, Kolkata - 700006.
E-mail id: shranchi@yahoo.com
Website: www.hallmarkpropertiesandtraders.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2024

(Rs. in Lakhs)

SL No.	Particulars (Refer Notes Below)	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2024 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited
1	Income				
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Expenses				
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Exceptional items	—	—	—	—
5	Profits/(Loss) before Extraordinary Items and Tax(3-4)	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Extraordinary Items	—	—	—	—
7	Profits/(Loss) before tax (5-6)	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Tax Expense				
	(a) Current Tax	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—
9	Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)	—	—	—	—
10	Others Comprehensive Income Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)				
	a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—
	b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—
11	Total Other Comprehensive Income (net of tax)	—	—	—	—
12	Total Comprehensive Income for the period (9+11)	—	—	—	—
13	Paid-up equity share capital (Face value: Rs.10 per share)	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)				-24.00
15	Earnings per Equity Share (not annualised)				
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes:

1. The audited standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above audited standalone financial results for the quarter ended June 2024 were reviewed by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th July, 2024. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)

Place : Kolkata
Date : 13.07.2024

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেইলঃ complianceofficer@tspiritualworld.com
ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

পাবলিক নোটিশ-৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বিকেল ০৪:০০টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ এপ্রিল ৮, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ এবং সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ এপ্রিল ১৩, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ মে ০৫, ২০২০, সার্কুলার নং ২/২০২১ তারিখ জানুয়ারি ১৩, ২০২১, সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ডিসেম্বর ১৪, ২০২১, সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ মে ০৫, ২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষটি যথাক্রমে ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২, ২০২০ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ জানুয়ারি ১৫, ২০২১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি-২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ মে ১৩, ২০২২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২-/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ জানুয়ারী ৫, ২০২৩ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ অক্টোবর ৭, ২০২৩ যথাক্রমে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, ৩৮-তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেনের জন্য।
উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং এসইবিআই সার্কুলারের সাথে সম্মতিতে, ৩৮তম এজিএম এবং আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি। ২০২৩-২০২৪ সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ৩৮তম এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিটি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
আপনি যদি কোম্পানি ডিপোজিটারির সাথে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধিত না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আর্থিক বছর ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে এবং ইভোটিং-এর জন্য লগইন বিশদ বিবরণের জন্য নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান, বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড investor@bigshareonline.com-এ ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি)। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।**
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টের (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে একই আপডেট করুন।**

আর্থিক বছরের জন্য ৩৮-তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি। ২০২৩-২০২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যেমন www.cse-india.com এবং www.bseindia.com-এ উপলব্ধ করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রানাভাত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ (০৬৭১৬৬৬৬)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৪

হার দিয়ে শুরু, বিশাল জয়ে সিরিজ শেষ ভারতের

হারারে, ১৪ জুলাইঃ পাঁচ ম্যাচের সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল ভারত। রবিবারের জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা ছিল ভারতের কাছে নিয়মরক্ষার। সেই নিয়মরক্ষার ম্যাচেও ভারত শেষ হাসি হাসল। জিম্বাবোয়েকে হারাল ৪২ রানে। বার্বাডোজের মাটিতে বিশ্বজয় করার পরে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ হারতে হয়েছিল ভারতকে। তার পরে দুরন্ত কামব্যাক ঘটিয়ে ভারতীয় দল দাপট দেখিয়ে সিরিজ জিতে নিল। রবিবার টস জিতে জিম্বাবোয়ে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় ভারতকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারত করে ৬ উইকেটে ১৬৭ রান। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি ৪৫ বলে ৫৮ রান করেন। বাকিরা সেভাবে রান না পেলেও লোয়ার মিডল অর্ডার রান পাওয়ায় ভারতের রান ভদ্রস্থ দেখায়। দুই ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিল বেশি রান তুলতে পারেননি। ভারতের রান যখন ১৩ সেই সময়ে আউট হন যশস্বী (১২)। তিনে নামা অভিষেক শর্মা (১৪) ফেরেন এর কিছু পরেই। একদিক থেকে যখন গিল, অভিষেকরা ডাগ আউটের রাস্তা নিচ্ছেন, তখন সঞ্জু ভারতের ইনিংসের হাল ধরেন। তাঁর ইনিংসে সাজানো ছিল একটি চার ও চারটি ছক্কা। মূলত সঞ্জুর জন্যই ভারত ১৬৭ রানে পৌঁছয়। ভারতের রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি জিম্বাবোয়ের। ওপেনার ওয়েসলি খাতা না খুলেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন। জিম্বাবোয়ের ব্যাটারদের মধ্যে মারুমানি (২৭), বেনেট (১০), মায়ার্স (৩৪) ও ফরাজ (২৭) ছাড়া বাকিরা এলেন আর গেলেন। কেউই ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। জিম্বাবোয়ে থেমে গেল ১২৫ রানে। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে মুকেশ কুমার চারটি উইকেট নেন।

শীঘ্রই শ্রীলঙ্কার দল বাছাই, হঠাৎই রিঙ্কু সিংকে ঘিরে আশঙ্কা!

হারারে, ১৪ জুলাইঃ ফিল্ডিংয়ে তিনি জান প্রাণ লড়িয়ে দেন। তিনি থাকা মানে দলও থাকে অনেকটাই স্বস্তিতে। হারারেতে তাঁর দুরন্ত ফিল্ডিং দেখাও গিয়েছে। ক্যাচ হোক বা ফিল্ডিং রিঙ্কু সিং বরাবর নিজের ১০০ দেওয়ার চেষ্টাটাই করেন। সেই রিঙ্কুকে দেখা গিয়েছিল চতুর্থ ম্যাচে ফিল্ডিং মিস করেছেন। ৩ খানা ক্যাচ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ফিল্ডিং মিস করছেন, এমন দৃশ্য যেন তাঁর অনুরাগীদের হজম করতেও সমস্যা হয়। তাই তিনি ফের ট্রেন্ডিংয়ে। সিরিজের পঞ্চম ম্যাচেও রিঙ্কুকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎ করেই তাঁকে অস্বস্তিতে দেখা যায়। খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন তিনি। তাই অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে রিঙ্কু ঠিক আছেন তো? রিঙ্কু সিংকে নিয়ে কেন আশঙ্কা? বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। আসলে জিম্বাবোয়ের ইনিংসের ১১.৫ ওভার চলাকালীন টেলিভিশন ক্যামেরা প্যান হতেই দেখা যায় রিঙ্কু সিংকে। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে টেলিভিশন ক্যামেরা তাঁকেই ফোকাসে রেখেছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাউন্ডারি লাইনের কাছে যান রিঙ্কু। এরপর

দেখা যায় ১২.১ ওভারের সময় রিঙ্কু সিং সাইডলাইনে চলে যান। তাঁর কাছে আসেন ভারতের ফিজিয়ো। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা হয় তাঁর। ফিজিয়ো তাঁকে ম্যাজিক স্প্রে দিয়ে দেন। অনুমান করা হচ্ছে ডান হাঁটুর পেশিতে হয়তো তাঁর টান লেগেছিল। গরমের কারণে যেটা অনেকেরই হয়ে থাকে। সেই সময় রিঙ্কুর চোখে মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠছিল। একটু বিরতি নিয়েই তিনি মাঠে ফেরেন। ফিল্ডিংও চালিয়ে যান তিনি। ফলে বোঝা যাচ্ছে রিঙ্কুর সেই অর্থে চোট নিশ্চিত ভাবে হয়নি। ফলে তাঁকে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভাবনায় রাখতেই পারে অজিত আগরকরের নির্বাচক কমিটি। উল্লেখ্য, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচে ৯ বলে ১১ অপরাজিত ১১ করেন রিঙ্কু সিং।

বাবর, রিজওয়ান ও আফ্রিদিকে কানাডার লিগে খেলতে দেবে না পিসিবি

ইসলামাবাদ, ১৪ জুলাইঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে পারবেন না দেশটির তিন তারকা ক্রিকেটার বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদি। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো এ তথ্য জানিয়েছে। আগামী ২৫ জুলাই শুরু হবে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগের চতুর্থ আসর, ফাইনাল হবে ১১ আগস্ট। ছয় দলের এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের সাত ক্রিকেটারের খেলার কথা ছিল। বাবর, রিজওয়ান ও আফ্রিদি ছাড়া বাকিরা হলেন ইফতিখার আহমেদ, মহম্মদ নেওয়াজ, মহম্মদ আমির ও আসিফ আলী। শেষের চারজনের খেলতে কোনো বাধা না থাকলেও প্রথম তিনজনের ক্ষেত্রে বাদ সেধেছে পিসিবি। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, মূলত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ভরাডুবির কারণেই কঠোর হয়েছে পিসিবি। তিন সংস্করণেই খেলেন-এমন ক্রিকেটারদের বিদেশের লিগে খেলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির বোর্ড। পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বাবর, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান রিজওয়ান ও ফাস্ট বোলার আফ্রিদি তিন সংস্করণেই খেলে থাকেন। তাঁদের টানা ম্যাচ খেলার চাপের (ওয়ার্কলোড) বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অনাপত্তিপত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। তিন সংস্করণেই খেলা আরেক ক্রিকেটার নাসিম শাহকেও ইংল্যান্ডের দ্য হানড্রেডে খেলার অনাপত্তিপত্র দেওয়া হয়নি। ইফতিখার, নেওয়াজ, আমির ও আসিফ শুধু পাকিস্তানের সাদা বলের দলের থাকায় তাঁদের গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে বাবর ও রিজওয়ানের ভ্যাঙ্কুভার নাইটসের হয়ে খেলার কথা ছিল। আফ্রিদিকে নিয়েছিল টরন্টো ন্যাশনালস। বাবর, রিজওয়ান ও আফ্রিদিকে পিসিবি গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে খেলতে না দেওয়ার আরও দুটি কারণ জানিয়েছে ক্রিকইনফো। প্রথমত, কানাডার এই লিগকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি আইসিসি। বাবর, রিজওয়ান ও আফ্রিদি যেহেতু পাকিস্তানের তিন সংস্করণের জন্যই কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটার, তাই অননুমোদিত কোনো টুর্নামেন্টে তাঁদের খেলতে দিতে চায় না পিসিবি। দ্বিতীয়ত, ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকেই পূর্ণ শক্তির দল চায় পাকিস্তান। নাজমুল হোসেনদের বিপক্ষে বাবরদের টেস্ট সিরিজ শুরু আগামী ২১ আগস্ট। তখন থেকে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তিন সংস্করণ মিলিয়ে মোট ৩৯ ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। এ সময়ে নিজেদের মাঠে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস লিগও আছে। তাই আগামী ৯ মাস সম্ভাব্য সেরা দল নিয়েই মাঠে নামতে চায় পাকিস্তান।

অসুস্থ গায়কোয়াড়কে চিকিৎসার জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা বোর্ডের

মুম্বই, ১৪ জুলাইঃ ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত অংশুমান গায়কোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য ১ কোটি টাকা দিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের চিকিৎসা চলছে লন্ডনের এক হাসপাতালে। চিকিৎসার বিপুল খরচ সামলাতে পারছে না তাঁর পরিবার। গায়কোয়াড়ের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে বিসিসিআইয়ের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন সন্দীপ পাতিল। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ীর পর বোর্ডের কাছে আবেদন জানান ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও। ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্যের কথাও বলেছিলেন কপিল। লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে গায়কোয়াড়ের। সেখানে তাঁকে দেখতে যান পাতিল ও দিলীপ বেঙ্গসরকার। পরে পাতিল ফোনে কথা বলেন বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলারের সঙ্গে। এর পর বিসিসিআই সচিব জয় শাহ ফোনে কথা বলেন গায়কোয়াড়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। কঠিন সময় তাঁর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বোর্ড সচিব। রবিবার বিসিসিআই জানিয়েছে, গায়কোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ১৯৭৪ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল গায়কোয়াড়ের। সেই বছরই লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের দলে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। দেশের হয়ে ৪০টি টেস্ট ও ১৫টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। করেছেন মোট ২২৫৪ রান। টেস্টে দু'টি শতরান রয়েছে তাঁর। ১৯৯৭ সালে প্রথম বার ভারতীয় দলের কোচ হন তিনি। ২০০০ সাল পর্যন্ত কোচের দায়িত্ব সামলেছেন গায়কোয়াড়। সেই সময় ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট। ঠান্ডা মাথায় দল চালাতেন গায়কোয়াড়। তাঁর সময়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহ কোটলায় এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন অনিল কুম্বলে।

কোপা আমেরিকায় মারামারি

নুনিয়েজদের পক্ষে কথা বললেন লিওনেল স্কালোনি-এমি মার্তিনেজ

নিউ জার্সি, ১৪ জুলাইঃ ঘটনা সেমিফাইনালের। কিন্তু তার রেশ এখনো রয়ে গেছে। কোপা আমেরিকার সেই সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল উরুগুয়ে। ম্যাচ শেষে গ্যালারিতে কিছু কলম্বিয়ান সমর্থকদের রোষানলে পড়েছিল উরুগুয়ের কয়েকজন খেলোয়াড়ের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের রক্ষা করতে সেখানে গিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন উরুগুয়ের দারউইন নুনিয়েজসহ আরও কয়েকজন। সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে, আজ হয়ে গেছে তৃতীয়স্থান নির্ধারণী ম্যাচও। সেই ম্যাচে কানাডাকে টাইব্রেকারে হারিয়ে উরুগুয়ে তৃতীয় হয়ে কোপা আমেরিকা শেষ করেছে। ফাইনাল ম্যাচের সংবাদ সম্মেলনেও ঘুরেফিরে এসেছে উরুগুয়ে-কলম্বিয়া ম্যাচ শেষের সেই মারামারি। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হয়েছে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি ও গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজকেও। উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের মারামারিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে তদন্ত করছে কনমেবল। শোনা যাচ্ছে, এর কারণে শাস্তি পেতে পারে উরুগুয়ে দল আর দলটির কয়েকজন খেলোয়াড়। এই শাস্তির বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা তো কনমেবলকেই ধুয়ে দিয়েছেন। কানাডার কোচ জেসে মার্শও কোপা আমেরিকার আয়োজকদের সমালোচনা করেছেন। এবার উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের

পক্ষে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা দলের স্কালোনি ও মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা কোচ এ বিষয়ে বলেছেন, ''(উরুগুয়ে-কলম্বিয়া ম্যাচের) দৃশ্যগুলো খুব দুঃখজনক ছিল। আমার মনে হয়, (উরুগুয়ের খেলোয়াড়েরা যা করেছে) এ রকম মুহূর্তে যে কেউই একই কাজ করবে।'' স্কালোনি এরপর গত বছরের নভেম্বরে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, ''আমাদের পরিবারের সদস্যদের যখন মারাকানার গ্যালারিতে এমনই পরিস্থিতিতে দেখেছিলাম, আমাদেরও একই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমরা তাদের (স্বজনদের) ড্রেসিংরুমে নিয়ে যাই। খুব বাজে দৃশ্য ছিল সেগুলো। পরিবারের সদস্যদের এমন বিপর্যয়ের মধ্যে দেখার পর কাউকে দোষ দেব কি না, বুঝতে পারছি না। তবে এ ক্ষেত্রে যে কেউই মরিয়া হয়ে উঠবে।'' স্কালোনি এরপর যোগ করেন, ''আমাদের এটা বিবেচনা করতে হবে। কারণ, আমরা বলি খেলোয়াড়েরাই মূল আকর্ষণ। আমরা বলি যে তারাই আদর্শ হবে। কিন্তু যখন এমনটা ঘটে, আমি জানি না, অনেকেই হয়তো ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমি মনে করি, খেলোয়াড়েরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যেকোনো সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষই সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে।'' স্কালোনি এরপর ফাইনালের দুই দলের সমর্থকদের উদ্দেশ করেই বলেছেন, ফাইনালের পর এমন ঘটনা যেন না ঘটে। আর্জেন্টাইন গোলকিপার মার্তিনেজও নিজেদের ব্রাজিলের অভিজ্ঞতার বিষয়টি টেনে এনেছেন, ''আমি মনে করি (স্কালোনি) এর মধ্যেই সবকিছু খুব ভালোভাবে বলেছে। ব্রাজিলে আমাদের সঙ্গে এমনটা হয়েছে। ঘটনা যেখানে ঘটেছে, তার কাছাকাছি আমার পরিবারের এক সদস্য ছিল। সে দেখেছে ব্রাজিলের পুলিশ তরুণ আর মেয়েদের লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। এটা দেখাটা কঠিন এক বিষয়। আপনি যদি মেয়েদের বা আপনার মা-বাবাকে মারতে দেখেন, তাহলে তো আমার মনে হয় দারউইন আর ওলিভেরা বা অন্যরা যা করেছে, সেটাই করবেন।''

লা লিগা যুব টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর এফসি

কুয়ালালমপুর, ১৪ জুলাইঃ লা লিগা যুব টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর এফসি প্রো ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাকাডেমি। ভারতের প্রথম দল হিসেবে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে ভবানীপুর। প্রথম বারই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। মালয়েশিয়ায় হয়েছে এ বারের প্রতিযোগিতা। ১১

জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল। এ দিন ছিল ফাইনাল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে রোহিত শর্মার মতো সেলিব্রেশন ভবানীপুর ক্যাপ্টেনের। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ট্রফি নিতে যাওয়ার সময় রিক ফ্লেয়ার স্ট্রট করতে দেখা যায় রোহিতকে। কাতার বিশ্বকাপ জিতে লিওনেল মেসি, গত আইপিএলে কেকেআর ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারও এমন করেছিলেন। খুদেদের মধ্যেও যে সেই আনন্দটা ছড়িয়ে পড়েছে, তা পরিষ্কার। মালয়েশিয়ায় লা লিগা যুব টুর্নামেন্টে ওলে এফসির বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিল ভবানীপুর। এরপর জুনিয়র এফসিকে একডজন গোলে হারায় কলকাতার এই অ্যাকাডেমি। নান্দা ফুটসল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে ৪-০ ব্যবধানে জয়। লেস্তারি জুনিয়র এফসিকে ২-০ ব্যবধানে হারায় ভবানীপুর। গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচের মধ্যে চারটিই জয়। কোনও গোল খায়নি ভবানীপুর। গোল করেছে ২১টি! প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে ডেস্টিনি অ্যাকাডেমিকে ৫-০ ব্যবধানে হারায় ভবানীপুর। সেমিফাইনালে লেস্তারি জুনিয়র এফসির বিরুদ্ধে ১-০ জয়। ফাইনালে ভবানীপুরের প্রতিপক্ষ ছিল ভাচিরালাই ইউনাইটেড। ১-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর। ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন ছিল দেখার মতো। ট্রফি নেওয়ার সময় অবশ্য নয়। টিমের বাকি সতীর্থরা অপেক্ষা করছিলেন সেলিব্রেশনের জন্য। ট্রফি নিয়ে তাদের দিকে রোহিতের মতোই হেঁটে গেলেন ভবানীপুর অ্যাকাডেমি ক্যাপ্টেন।

সুয়ারেজ-বীরত্বের পর টাইব্রেকারে জিতে কোপায় তৃতীয় উরুগুয়ে

নর্থ ক্যারোলিনা, ১৪ জুলাইঃ কানাডার ইতিহাস গড়া কোপা আমেরিকা আরও রঙিনভাবে শেষ হওয়ার সব আয়োজনই তখন যেন সম্পন্ন। অপেক্ষা ছিল শুধু শেষ বাঁশি বাজার। কিন্তু হারার আগে যেন হার মানতে চাইলেন না উরুগুয়ের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন লুইস সুয়ারেজ। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে জোসে মারিয়া হিমেনেজের দেওয়া পাসে বল জালে জড়িয়ে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ম্যাচে আনলেন ২-২ গোলের সমতা। প্রায় হারতে বসা ম্যাচকে এই গোলে সুয়ারেজ নিয়ে গেলেন টাইব্রেকারে। ভাগ্য পরীক্ষার সেই লড়াইয়ে কানাডার ইসমাইল কোনে ও আলফোনসো ডেভিস পেনাল্টি মিস করলেও উরুগুয়ে সবগুলো শটই জালে জড়িয়েছে। যেখানে শেষ শটটি নিয়েছেন সুয়ারেজই।

আর কানাডার বিপক্ষে উরুগুয়ে জিতেছে ৪-৩ গোলে। এ জয়ে তৃতীয় হয়েই কোপা আমেরিকা অভিযান শেষ করল মার্সেলো বিয়েলসার দল। নর্থ ক্যারোলিনার ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে শুরুটা ভালোই ছিল উরুগুয়ের। ম্যাচের ৮ মিনিটেই রদ্রিগো বেনতাঙ্কুরের গোলে এগিয়ে যায় তারা। শুরুতে পিছিয়ে গেলেও ম্যাচে ফিরতে মরিয়া ছিল কানাডা। বল দখল, আক্রমণ কিংবা সুযোগ তৈরিতে উরুগুয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে তারা। হারানোর তেমন কিছু না থাকায় দুই দলই এদিন আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টার করেছে এবং সুযোগ তৈরি করেছে। এর মধ্যে ম্যাচের ২২ মিনিটে ইসমাইল কোনের অসাধারণ এক গোলে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে কানাডা। এরপর আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে দুই দলই চেষ্টা করেছে এগিয়ে যাওয়ার। ম্যাচের ৮০ মিনিট পর্যন্ত অবশ্য গোল পায়নি কোনো দলই। অবশেষে ৮০ মিনিটে জোনাথন ডেভিডের গোল ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখায় কানাডাকে। কিন্তু সুয়ারেজের গোলে উড়ে যায় সেই স্বপ্ন।

জোকারকে হারিয়ে খেতাব আলকারাজের

লন্ডন, ১৪ জুলাইঃ এক বছর আগেও যে ছবি ছিল, এক বছর পরেও সেই একই ছবি। ক্যালেন্ডারের পাতা এক বছর ঘুরলেও বদলাল না ছবিটা। উইম্বলডনের সবুজ ঘাসে আলকারাজের কাছে পরাস্ত হলেন জকোভিচ। দিনটা তাঁর ছিল না। দেখা গেল না সেই চিরাচরিত লড়াকু জকোভিচকে। যে জকোভিচ পিছিয়ে পড়েও দারুণ লড়ে ফিনিক্স পাখির মতো প্রত্যাবর্তন ঘটান ম্যাচে, এদিন সেই জকোভিচকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অসহায় আত্মসমর্পণই করলেন তিনি। রবিবারের ফাইনালের শুরু থেকেই অদম্য দেখাল স্পেনীয় তারকাকে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলকারাজের ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে থাকলেন জকোভিচ। এদিন ফাইনালে আলকারাজ জিতলেন ৬-২, ৬-২, ৭-৬ (৭-৪)। এদিন জিতলে অষ্টমবার উইম্বলডন খেতাব জিততে পারতেন জোকার। রজার ফেডেরারকেও ছুঁয়ে ফেলতেন তিনি। ধরাছোঁয়ার বাইরের এক কক্ষপথে পৌঁছে যেতেন জকোভিচ। কিন্তু ২২ বছরের আলকারাজ দেখিয়ে দিলেন জকোভিচের মতো বহু যুদ্ধের সৈনিককেও মাটি ধরানো সম্ভব। সার্বিয়ান তারকা বললেন, এই রেজাল্ট আমি প্রত্যাশা করিনি। তবে কৃতিত্ব কার্লোস আলকারাজেরই। ও দুর্দান্ত সার্ভিস করেছে। নেটের সামনেও ছিল দুর্দান্ত। আমি তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে খেলাটাকে আরও একটু প্রলম্বিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিনটা কার্লোসেরই। ও দুর্দান্ত খেলেছে। ঘাসের কোর্টের অবিসংবাদি নায়ক হওয়ার দিকেই কি এগোচ্ছেন আলকারাজ? দিনের শুরু দেখে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। পুরোপুরি বলা না গেলেও কিছুটা তো বোঝাই যায়। আলকারাজ তাঁর কেরিয়ারের গোড়াতেই জানান দিয়ে যাচ্ছেন তিনি এসেছেন 'রাজ' করার জন্যই। এদিনের ফাইনালেও শুরু থেকেই তাঁর দাপট অব্যাহত ছিল। খেলা যত গড়াল আলকারাজের দাপট অব্যাহত থাকল। তরুণ তুর্কির তেজের কাছে থেমে গেলেন জোকার। ব্যক্তিগত ভাবে লড়াইটা জোকারের কাছে ছিল প্রতিশোধের। গতবার স্পেনীয় তারকার কাছেই থামতে হয়েছিল তাঁকে। এদিন জিতে প্রতিশোধ নিতে পারতেন সার্বিয়ান তারকা। দেখিয়ে দিতে পারতেন গতবার যা হয়েছিল, তা অঘটন, ব্যতিক্রম। কিন্তু ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়। বিশ্বটেনিসে রাজত্ব করার জন্যই যে এসেছেন তিনি, তা দেখিয়ে দিলেন।

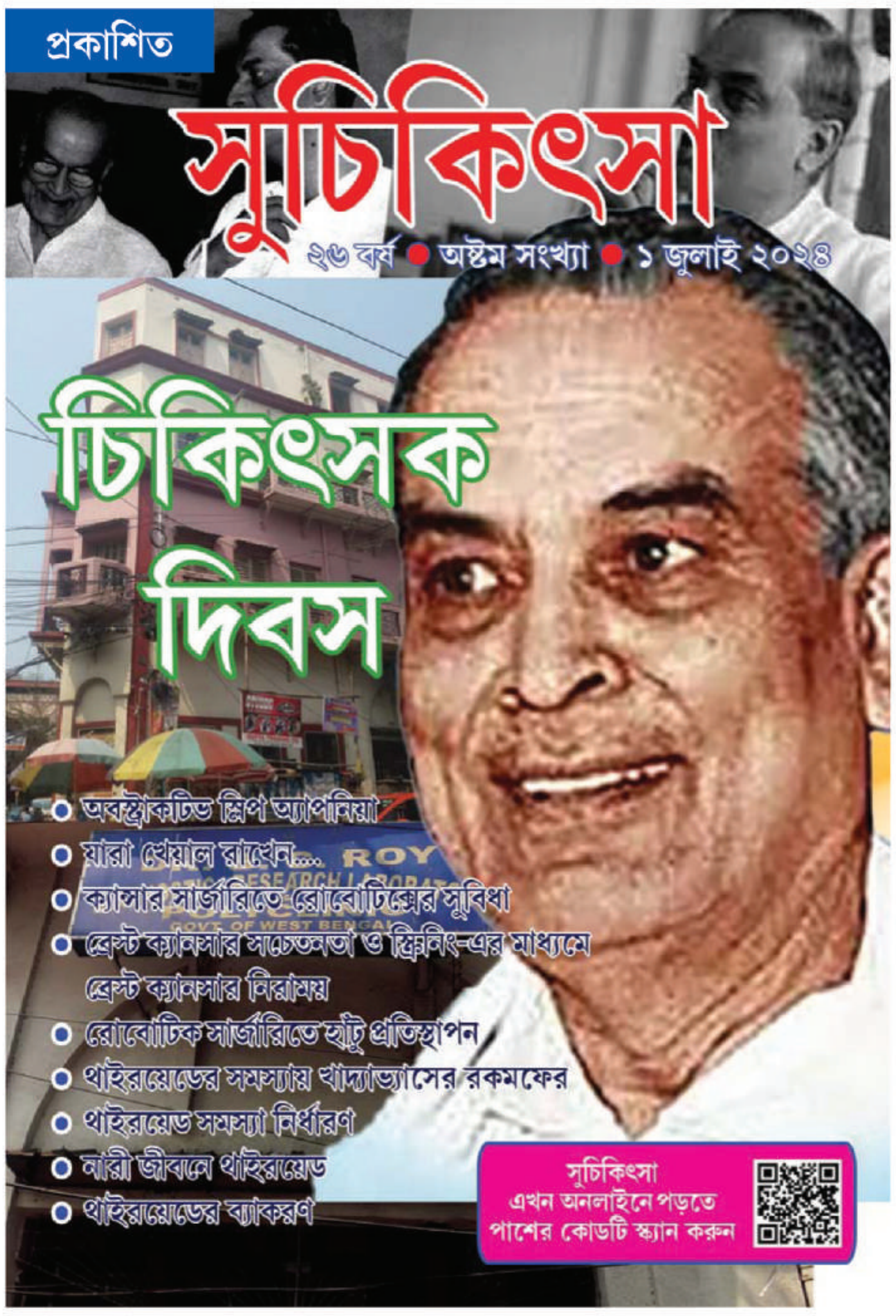

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com